CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 October, 2019 ■ আগরতলা, ২ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ১৪ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এনআরসি নিয়ে বৈধ নাগরিকরা একদম ভয় পাবেন না, আশ্বস্ত করলেন অমিত শাহ

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলায় জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) হলেও অসমের মতো কোনও হিন্দুকে রাষ্ট্রহীন হতে হবে না। একজন হিন্দু শরণার্থীকেও দেশ ছাড়তে হবে না। বৈধ নাগরিকরা একদম ভয় পাবেন নাউ মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোরে এনআরসি নিয়ে আয়োজিত সভায় এমনই আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।

এনআরসি নিয়ে বাংলায় গত কয়েকদিন ধরে যে 'ত্রাহি-ত্রাহি' রব উঠেছে, তার জন্যও তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় তুলে পাল্টা তোপ দেগেছেন তিনি।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির কথায়, এনআরসি নিয়ে মিথ্যাচার করছেন মমতা দিদি। এনআরসি হলেও যাতে কোনও হিন্দু-বৌদ্ধ-ক্রিস্টান ও জৈন শরণার্থীকে দেশ ছাড়তে না হয়, তার জন্য আগেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) এনে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

এনআরসি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই বঙ্গ রাজনীতিতে তৃণমূল বনাম বিজেপির কাজিয়া তুঙ্গে উঠেছে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুংকার ছেড়েছেন, বাংলায় কোনও মতেই এনআরসি করতে দেব না। দিলীপ ঘোষ-কৈলাস বিজয়বর্গীয় সহ রাজ্য বিজেপির নেতারা পাল্টা হুমকি দিয়েছেন, পশ্চিমবাংলায় ১০০ শতাংশ এনআরসি হবে। কিন্তু কোনও হিন্দুকে তাড়ানো হবে না। মানুষকে আশ্বাস দিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি এনে সভা করানোর সিদ্ধান্ত নেন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভা থেকে হিন্দুদের আশ্বাস দেন অমিতবাবু।

তৃণমূল সুপ্রিমোকে নিশানা করে তিনি বলেন, এনআরসি নিয়ে মিথ্যাচার করছেন মমতা। তিনি বলছেন, এনআরসির নামে নাকি হিন্দু শরণার্থীদের দেশ থেকে তাড়ানো হবে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা কিছু হতে পারে না। হিন্দু শরণার্থীদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এক বার যে যন্ত্রণা তাঁরা ভোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় টিআই প্যারেডে ৪ জন শনাক্ত, ধৃত ৬ জনকে পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ধৃত ছয়জনকে আদালত ৫ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে। এ-বিষয়ে এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর জানান, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঊষাবাজারে এক মহিলাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছিল। তাদের মধ্যে ৩ জন নাবালক। ধৃতদের মধ্যে ৪ জনকে নির্যাতিতা মহিলা টিআই প্যারেডে শনাক্ত করেছেন।

সরকারি কেঁসুলি বলেন, ওই ঘটনায় প্রথমে পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছিল। তাদের মধ্যে ২ জন নাবালক ছিল। আদালত দুই নাবালককে জুবেইনাল হোমে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশ ধৃতদের রিমান্ডে নিতে আবেদন জানালেও আদালত ৩০ সেপ্টেম্বর টিআই প্যারেডের পর এ-বিষয়ে বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছিল। এদিকে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর আরও দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এবং তাদেরও রিমান্ড চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু আদালত তাদেরও টিআই প্যারেডের পর বিবেচনা করা হবে বলে রায় দেয়, জানান তিনি।

তিনি জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশে ৩০ সেপ্টেম্বর ধৃতদের টিআই প্যারেড সম্পন্ন হয়েছে। ওই দিন আরও এক অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু নাবালক হওয়ায় তাকেও জুবেইনাল হোমে পাঠানো হয়েছে। সরকারি কেঁসুলি জানিয়েছেন, টিআই প্যারেডে নির্যাতিতা ৬ জনের মধ্যে ৪ জনকে শনাক্ত করেছেন। তিনি বলেন, নির্যাতিতা মহিলা প্রিয়মাণি রায়, দীপক দেবনাথ, প্রদীপ দাস এবং প্রসেনজিৎ সরকারকে শনাক্ত করেছেন।

তিনি আরও জানান, আদালত আজ পুলিশ রিমান্ড নিয়ে শুনানি হবে বলে আগেই স্থির করেছিল। সে-মোতাবেক আজ ধৃত ৬ জনকে আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালত ধৃত ৬ জনকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

অসাবধনতায় নিরাপত্তা রক্ষীর বন্দুকের গুলি ব্যাঙ্কে, জখম দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে কেনাকাটায় ব্যস্ত আগরতলা। ব্যস্ততার মধ্যে ব্যাংকের ভিতরে নিরাপত্তা রক্ষীর বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে দুজনকে আহত করেছে। বেসরকারি ব্যাংকে নিরাপত্তারক্ষীর বন্দুক থেকে অসাবধানতাবশত গুলি বেরোনোর ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রাজধানী আগরতলায়। তবে ওই গুলি কারোর শরীরে লাগেনি ঠিকই, কিন্তু ব্যাংকের দেওয়ালে লেগে টাইলস ভেঙে যায়। ওই টাইলসের টুকরো ছিটকে গিয়ে দুজনকে আহত করেছে। তাদের চিকিৎসার জন্য আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আগরতলায় নেতাজি চৌমুহনিতে অবস্থিত এইচডিএফসি ব্যাংকে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীর বন্দুক থেকে অসাবধানতাবশত গুলি বেরিয়ে যায়। বন্দুকের গুলির বিকট আওয়াজে ব্যাংকের কর্মী এবং গ্রাহক-সহ এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই নিরাপত্তারক্ষীর বন্দুকের গুলি ব্যাংকের দেওয়ালে গিয়ে লাগে। এতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গোৎসবে রাজ্য হবে শেডিং-ফ্রি ঃ সিএমডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। রাজ্য দুর্গোৎসবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবার নিশ্চিয়তা দিলেন বিদ্যুৎ নিগমের সিএমডি ড় এমএস কেলে। তাঁর দাবি, দুর্গা পূজায় প্রতিদিন ৪৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা হতে পারে। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন, ট্রান্সফরমার সারাইয়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফলে, বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই, বলেন তিনি।

মঙ্গলবার তিনি জানান, প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৪৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা হতে পারে। তাতে, ত্রিপুরার নিজস্ব চাহিদা ৩২০ মেগাওয়াট এবং বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রফতানি করা হয় ১৬০ মেগাওয়াট। সে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভাগের অংশ হিসেবে নিপকো, ওটিপিসি, এনএইচপিসি এবং এনটিপিসি থেকে মিলবে ২৯৫ মেগাওয়াট। তাছাড়া, ত্রিপুরার নিজস্ব উৎপাদন রয়েছে ১০০ মেগাওয়াট এবং মনারচক গ্যাস বিদ্যুৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূজার কেনাকাটায় মন্দা, বৃষ্টিকে দায়ী করল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। পূজার কেনাকাটায় মন্দার জন্য বৃষ্টিকে দায়ী করল অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়ের কথায়, কয়েকদিন ধরে অনবরত বৃষ্টিতে বাজারে লোক সমাগম হচ্ছে না। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ব্যবসায়ীদের দাবি মেনে উচ্চ হারে ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ের সিদ্ধান্ত ত্রিপুরা সরকার প্রত্যাহার করে নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আশ্বাস দিয়েছেন।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সুজিতবাবু বলেন, ত্রিপুরা সরকারের নয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি কাঠামো নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। রাজ্যের প্রত্যেক ব্যবসায়ী আতঙ্কিত ছিলেন, বিপুল অঙ্কের টাকা কীভাবে পরিশোধ করবেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকারের নয়া কাঠামো অনুসারে ফি মিটিয়ে দিতে গেলে ব্যবসা করা দায় হবে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠন মিলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানিয়েছি।

তিনি জানান, গত সন্ধ্যায় অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুষার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১২ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শপথ নিলেন বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্যা মিমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। ত্রিপুরা বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্য হিসেবে মঙ্গলবার শপথ নিয়েছেন মিমি মজুমদার। এদিন বিধানসভার লবিতে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

বাধারঘাট উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার জয়ী হয়েছিলেন। প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের শূন্যস্থান পূরণে মিমি মজুমদার কাজ করবেন বলে দাবি করেছেন। বাধারঘাট উপনির্বাচনে বিজেপি, সিপিআইএম ও কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে পরাস্ত করেছে।

এদিন, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, বনমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া, বিজেপি-র মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, বিরোধী বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক বিজিতা নাথ-সহ অন্যান্য বিধায়কগণ এবং বিধানসভার সচিব ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা।

শপথ গ্রহণ করার পর বিধায়ক মিমি মজুমদার বলেন, নতুন দায়িত্ব পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

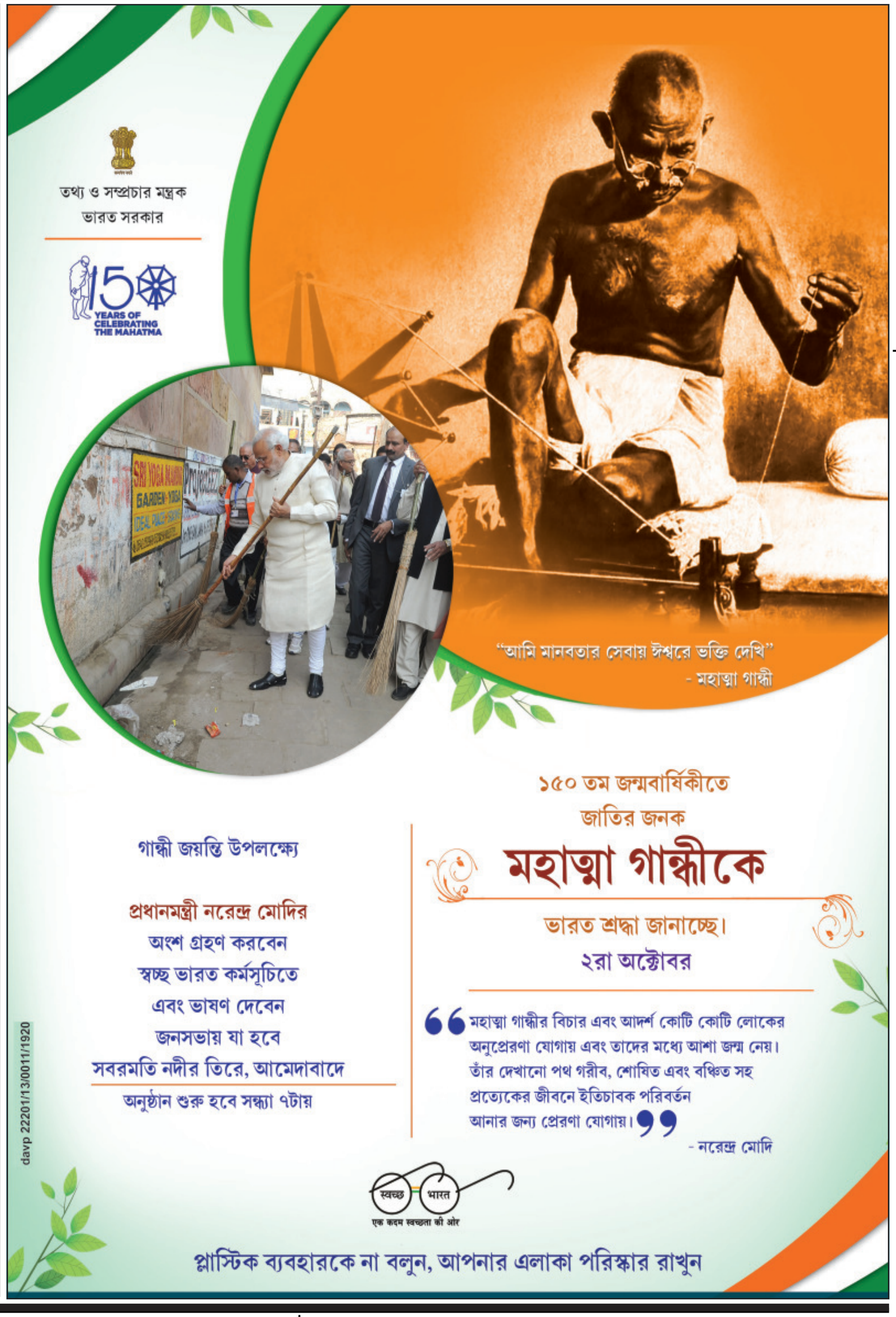

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১ ◻ ২ অক্টোবর
২০১৯ইং ◻ ১৪ আশ্বিন ◻ সোমবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সংগ্রামের ৬৬তম বছর

আজ ৬৬ বছরে যাত্রা শুরু করিল ত্রিপুরার প্রাচীনতম দৈনিক জাগরণ। ১৯৫৪ সালের দোসরা অক্টোবর জাগরণ এর প্রথম আত্মপ্রকাশ লগ্ন হইতেই প্রতিটি দিন সংকটময় হইয়াই থাকিয়াছে। দীর্ঘ সংগ্রাম লড়াইয়ে বিধ্বস্ত এই প্রাচীন দৈনিক আজও দুঃসহ যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। অথচ এই দৈনিক সংবাদপত্র প্রথম এরাজ্যের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের দুঃখ কষ্ট তুলিয়া ধরিবার ব্রত নিয়াছিল। দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে খন্ডিত স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু স্রোত চলিতে থাকে। পার্বতী এই ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার কথা তুলিয়া ধরিয়াছিল জাগরণ। প্রাচীন এই দৈনিকের সামনে কঠিন সমস্যা মোকাবেলায় বিস্তর লড়াই করিতে হইয়াছিল। প্রকাশনা চালু রাখিতে গিয়া কত যন্ত্রণার মুখে পড়িতে হইয়াছিল তাহার হিসাব নাই। ১৯৫৪ সাল হইতে ২০১৯ সাল দীর্ঘ ৬৭ তম বছর পার্বতী ত্রিপুরা হইতে একটি দৈনিক পত্রিকার প্রকাশনা চালু রাখার ঘটনা রীতিমতো বিস্ময়ের। বিস্ময়ের এই কারণে যে, পত্রিকায় লেখক, সাংবাদিক হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন বিভাগে বিস্তর মানুষের শ্রমের বিনিময়ে দৈনিক প্রকাশিত হইত। কিন্তু, পত্রিকার আর্থিক সীমাবদ্ধতা এতই ছিল যে, লেখক সাংবাদিকরা তেমন মাইনে পত্তর পাইতেন না। এইভাবে গভীর আর্থিক সংকটের সামনে দাঁড়াইয়া এমন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ঘটনাকে নিশ্চয়ই গভীর ভাবে বিবেচনা করিবার তাগিদ আনিবে। সেই প্রাচীন দৈনিকই শুধু নয় সারা দেশ জুড়িয়াই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির সামনে গভীর অস্তিত্বের সংকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহা খুব লক্ষ্যণীয় যে, বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের উপর সরকারী স্তরে যতখানি মদত দেওয়া হইতেছে সংবাদপত্র তাহার সামান্য সহায়তা পায়না। ফলে, শুধু ত্রিপুরা নহে দেশ জুড়িয়াই মুদ্রণ মাধ্যমের সামনে ভয়ানক সংকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ প্রাচীন এই দৈনিকের ৬৬ তম বছরের যাত্রাপথও কন্টকাকীর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সততার সঙ্গে লড়াই'র কারণে সংকট পিছু না ছাড়িলেও সেখানে মানসিক স্বস্তি থাকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে, সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশনায় শ্রীবৃদ্ধি হয় না। প্রাচীন এই দৈনিক সেখানেই চরম ভাবে পিছাইয়া আছে বা ব্যর্থতার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে। সততার সঙ্গে মানুষের পক্ষে কথা বলিবার কারণে বারবার এই প্রাচীন সংবাদপত্র ও সম্পাদক আক্রান্ত হইয়াছেন। ১৯৮৮ সালে প্রাচীন জাগরণ এর সম্পাদককে প্রাণে মারিবার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছিল। তখন এরাজ্যের সব সংবাদপত্র সম্পাদকরা একযোগে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ইতিহাস তো এখন আর কেহ স্মরণ করিতে চান না। এইভাবে অনৈক্যের কারণে সংবাদপত্র শিল্প দিনে দিনে আরও বেশী নির্জীব ও অসহায় অবস্থায় পৌঁছাইতেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের জয়যাত্রায় এই সংবাদপত্র সামিল হইয়াছিল। শুধু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নহে স্বাধীনতা সংগ্রামেও সংবাদপত্রের লড়াই সংগ্রামের গৌরবোজ্জল ইতিহাস কি আমরা বিস্মৃত হইয়াছি? তাহা না হইলে লড়াইয়ের ময়দান হইতে সংবাদপত্র পিছু হটিতেছে কেন? সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকায় সাধারণ মানুষও যে হতাশ তাহা নতুন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আর একথাও আজ স্বীকার করিতে হইবে যে, সংবাদপত্রগুলিও আজ রীতিমতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

সংবাদপত্র সেবি হিসাবে গৌরব বোধ করিবার সেই দিন যেন আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। এই গৌরব পুণরুদ্ধার করিবার মতো প্রয়াসও তো নাই। দিনে দিনে সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়া হতাশাই বাড়িতেছে। আজও সগৌরবে চলিতেছে পেইড নিউজের কারবার। এইভাবে গৌরব যতই ধুলায় লুটাইয়াছে ততই সংবাদ মাধ্যম মানুষের বিশ্বাস হারাইতেছে। অতীতে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত সংবাদ যতখানি প্রতিক্রিয়া বা আলোড়ন আনিত আজ তাহার কতখানি আছে? সর্বগ্রাসী অবক্ষয় আজ সংবাদ মাধ্যমকেও গ্রাস করিয়াছে। আর এজন্যই সংবাদ মাধ্যমের অনেকেই ক্ষমতাধরদের কাছে নতজানু হইয়া পড়ে। এইভাবে একসময়ের গৌরব গাঁথা সংগ্রামের ইতিহাস আজ হারাইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র জাগরণ দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসকেই আজকের এই দিনে স্মরণ করিতেই হয়। কারণ, ১৯৫৪ সালের দোসরা অক্টোবর জাগরণ এর জন্ম ঘোষণার মধ্য দিয়া যে প্রত্যাশা ও প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা রক্ষা করা যায় নাই। এই ব্যর্থতার গ্লানি এই প্রাচীন দৈনিককে প্রতিনিয়ত তাড়া করিতেছে। আমরা বিশ্বাস করি, নতুন সূর্যোদয় একদিন এই গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া দিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু, ততদিনে সংগ্রাম করিতে গিয়া রোগ জর্জর জীবনে তো আরও কঠিন দিনই আসিয়াছে। সংবাদপত্র যেমন প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের সংকটে ভুগিতেছে তেমনি এই পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদকও প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালাইতেছেন। দুরারোগ্য ব্যধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে বিপুল অর্থেরও তো সংস্থান নাই। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক প্রবীণ সংবাদপত্র সেবি তীব্র অর্থকষ্টে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঠাঁয় নিয়াছেন। গভীর পরিতাপের হইলেও ইহাই অনেক বেশী সত্যি যে, তাঁহাদের সংগ্রামের ইতিহাস কেউ স্মরণে আনে না। তাঁহার সংগ্রাম এবং সংবাদপত্র প্রকাশ চালু রাখিতে গিয়া তিলে তিলে ধ্বংস হইবার ইতিহাস এরাজ্যের সংবাদপত্র সেবিরা কয়জন জানেন? সংবাদপত্র সেবিরা সেই ইতিহাস সংরক্ষণে আগাইয়া না আসিলে হারাইয়া যাইবে সংগ্রামের ইতিহাস।

ইহাও আজ লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এখন মেধাবী যুবক যুবতীদের অংশগ্রহণ নাই বলিলেই চলে। শিক্ষিত যুবকরা এই সাংবাদিকতার পেশায় এখন আগ্রহে ভাঁটা কেন সেই প্রশ্নও উঠিয়াছে। লেখালেখির ক্ষেত্রেও সংকট। নতুন মুখ আসিতেছে না। ফলে, সংবাদপত্র বা প্রচার মাধ্যমে সংকট অন্য মাত্রায় আসিতেছে। আজ সংবাদপত্র শিল্পেও চলিতেছে ছাঁটাই বা অবসরে পাঠাইয়া দিবার ধুম। বহু সংবাদপত্র নিজেদের গুটাইয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে। এই ত্রিপুরায় সংবাদপত্র শিল্পের সংকট নিরসনে রাজ্য সরকার আন্তরিক না হইলে বিপদ আরও বাড়িবে। ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক জাগরণ এর ৬৬তম বছরের যাত্রাপথে আমরা সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। বিশ্বাস করি, জাগরণ মানুষের পক্ষেই কথা বলিবে। সীমাবদ্ধতা সত্বেও গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

শোণিতপুরের নয়া জেলাশাসক মানবেন্দ্রপ্রতাপ সিং, চাইলেন সকলের সহযোগিতা

তেজপুর (অসম), ১ অক্টোবর (হি.স.) : মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার নতুন জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ২০১২ ব্যাচের তরুণ আইএএস মানবেন্দ্র প্রতাপ সিং। জেলাশাসক দফতরের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিদায়ী আইএএস নরসিং পাওয়ারের হাত থেকে মানবেন্দ্র প্রতাপ সিং তাঁর দায়িত্ব সমঝে নিয়েছেন। আজ তাঁর কার্যালয়ে বসে আসন্ন ২১ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় জেলার রাঙাপাড়া বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, মানবেন্দ্র প্রতাপ সিং এর আগে উজান অসমের অন্তর্গত ধেমাজির জেলাশাসক ছিলেন। এদিকে শোণিতপুরের বিদায়ী জেলাশাসক নরসিং পাওয়ার চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি এখানে যোগদান করেছিলেন।

দায়িত্ব নিয়ে আজ তাঁর কার্যালয়ে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের বলেন, গতকাল তিনি শোণিতপুরের জেলাশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জেলার আইন-শৃঙ্খলা, সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য সর্বস্তরের সরকারি আধিকারিক, কর্মচারী এবং সর্বোপরি এখানকার জনতার সম্মিলিত সহায়তা চেয়েছেন তিনি।

গান্ধীজি আপনি এখন পৃথিবীর সম্পত্তি

পবিত্র সরকার

শ্রদ্ধেয়ে গান্ধীজি, আপনি এ খবর হয়তো রাখেন না, রাখার কথাও না যে, আমাদের অবিভক্ত বাংলায় (অবিভক্ত থেকে 'বিভক্ত' হল কেন--- সে খবর আপনার চেয়ে আর কে বেশি রাখে।) এবং যেটা আমার এবং আপনার দু'জনেরই 'স্বদেশ', সেই ভারতে একটা সময় ছিল যখন আমরা অভিমানভাবে নিজেদের দেশকে 'স্বদেশ' ভাবতাম না। সময়টা ঊনবিংশ শতাব্দী, আমাদের পাকাপাকি পরাধীনতা বেশ কিছুদিন শুরু হয়েছে। আমাদের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখেছিলেন, "স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয় ---/এই যমুনা গঙ্গানদী তোমার ইহা হত যদি,/ পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?", কিংবা আরেক গোবিন্দ, ইনি গোবিন্দচন্দ্র রায়, তাঁর 'কলকাতা পরে বল ভারতরে' গানে 'নিজবাসভূমে পরবাসী হলে ' বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন। এঁদের অনেক পরে, আমাদের সময়ের এক তরুণ কবি বলেছিলেন, এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না।

স্বদেশ, অথচ শ্বদেশ নয়। মাতা পিতার মাতা পিতাদের জন্মভূমি আমাদের নিজেগেরও অথচ কখনও কখনও মনে হয়, এ আমার দেশ নয়। 'পরাধীনতা' তার একটা কারণ, কারণ পরাধীন দেশে স্বদেশের ওই 'স্ব' -টা আর একটা শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তাঁর নাম 'স্বাধীনতা'। কিন্তু স্বাধীন দেশকেও, পুরুষানুক্রমে (নারী অনুক্রমে লেখার সুযোগ নেই বাংলায়, হয়তো ভারতের কোনও ভাষাতেই নেই। যা নিজের নিজের দেশ, তাকেও কখনও কখনও 'পর' মনে হয় কেন?

সে তর্কে একটু পরে আসছি, তার আগে এই ভারত কী করে আমার স্বদেশ হয়ে উঠল, সে গল্প বলি। না, আমি ভারতে কোনও বিদেশি অভিবাসী নেই। আমি জন্মেছিলাম যে দেশে, তার নাম ছিল 'ভারবর্ষ', আপনার মৃত্যুর পর যার নাম খানিকটা ছেঁটে দিয়ে সংবিধানে শুধু 'ভারত' রেখেছে আপনার উত্তরাধিকারীরা। তাই আজও যখন কেউ কথায় কথায় 'ভারতবর্ষ' কথাটা উচ্চারণ করে, আমি খানিকটা চমকে যাই ---আরে। 'ভারতবর্ষ' এখন কোথায়? আগেও তার ইংরেজি নাম 'ইন্ডিয়া' ছিল, কিন্তু সংবিধানে বলেই দিয়েছে 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত', সেখানে ভারতবর্ষ কোথাও নেই।

যাই হোক, আমি জন্মেছিলাম সেই বাতিল ভারতবর্ষে, স্বাধীনতার (আমাদের অভিধানে তার 'দেশভাগ' নামে অন্য একটা অর্থও তৈরি হয়ে গেল) বছর দশেক আগে। হ্যাঁ, ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালের রাত্রে আমি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির আনন্দে নয়, নেহাতই মুসলিম লিগের নেতারা ইশকুলে এসে ছাত্রদের হাতে দুটো করে পটকা গুঁজে দিয়েছিল বলে, আমি পটকা ফাটিয়েছিলাম। অভিভাবকরা রাগ করেছিলেন, কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল ওইদিন থেকেই তাঁদের জন্মভূমি আর তাঁদের স্বদেশ রইল না, বিদেশ হয়ে গেল। এ আবার সেই 'স্বদেশ, অথচ স্বদেশ নয়'-এর গল্প, আপানার কাছে এ গল্প পুরনো। আপনি নিজের মৃত্যু দিয়ে এই ঘটনা ঠেকাতে চেয়েছিলেন। আপনার উত্তরসূরিরা তা হতে দেয়নি, আপনি নিজেও কিছু করতে পারেননি। দুই সম্প্রদায়ের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বন্ধ করতে ছুটে গিয়েছেন গ্রামে গ্রামে,। তাতে মৃত্যু আর বিনাশের কত ক্ষতিপূরণ হয়েছে---তা জানি না, কিন্তু মানুষ তারই মধ্যে সান্ত্বনা পেয়েছে, আপনি তাদেরহাতে, আর কিছু না পারুন, বাঁচার ছিন্ন স্বপ্নকে কিছুটা মেরামত করে তুলে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমাদের আর সেই স্বদেশে থাকা হয়নি। তিন মাস পরেই, ১৯৪৭-এর নভেম্বরের গোড়ায় এক স্বদেশ ছেড়ে আমরা অন্য এক স্বদেশে এসে হাজির হলাম। প্রথমে উদ্বাস্তু, শরণার্থী খুব শুনতে হত--- এই বাঙালগুলো এসে আমাদের সব কিছুতে ভাগ বসাচ্ছে, 'বাঙাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু লাফ দিয়ে গাছে চড়ে, ল্যাজ নেই কিন্তু। এসবের জন্য প্রথম প্রথম এই ভারতকে স্বদেশ বলে যদি মনে না হয়ে থাকে, আমাদের অপরাধ নেবেন না।

কিন্তু সময় সব ভুলিয়ে দিল। যারা 'বাঙাল' বলে খ্যাপাত তারাও এক সময় বন্ধু হয়ে

গেল, কত মানুষ পেলমা এই বাংলার, এই দেশের, যারা আমাকে কত সাহায্য করেছে, ঠেলেঠুলে এগিয়ে দিয়েছে, বিপদ সংকটে রক্ষা করেছে, কষ্ট ঘুচিয়েছে, এমনই বাঁচিয়েছে, জ্ঞানবুদ্ধি আনন্দের বিশাল সিংহদুয়ার খুলে দিয়েছে। বন্ধু, বান্ধবী, পাড়ার দাদা, শিক্ষক, প্রতিবেশী কাকু,কাকিমা, মাসিমারা, সহপাঠী সহপাঠিনীরা, রাজনৈতিক সহযোদ্ধা আর নেতানেত্রীরা, ছেলেবেলার উদ্বাস্তু স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ---সব আমাকে আস্তে আস্তে ভারতের নাগরিক করে তুলেছে। তেমন করে আর ভাবতেই দেয়নি যে, আমার জন্ম হয়েছিল অন্যত্র, যা প্রথমে ছিল পূর্ব বাংলা, তার পরে হল পূর্ব পাকিস্তান, এবং শেষে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এক মহাগৌরবময় সংঘটনে, হয়ে উঠল বাংলাদেশ। আমি আর সেই ভূখণ্ডের নাগরিক রইলাম না, হয়ে গেলাম 'ইন্ডিয়ান', কিন্তু সব তো ছিঁড়ে ফেলা যায় না। আমার নিজের যমজ বোন থেকে গেল সেই অঞ্চলে, গত অক্টোবরে তার মৃত্যু পর্যন্ত, ওই দেশের নাগরিক হয়ে। আমার আর তার স্বদেশ এক ছিল না। তাই আপনার ওপর আমার প্রথম দিকে কিছুটা অভিমান ছিল। সেই যে ইংরেজি ছড়া, যাতে একজন বলছে, I don$t like you Doctor Fell, The reason why I cannot tell না, মোটেই সেরকম নয়। প্রথম কারণটা হল দেশভাগ। আমাদের যখন ডেরাডান্ডা গুটিয়ে 'বাপ্ বাপ্' বলে নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে এই 'ইন্ডিয়া'র পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে হল, রাতের ঢাকা মেল সকালবেলায় আমাদের শিয়ালদহ স্টেশনে উগরে দিল, পথে দর্শনা স্টেশনে পাকিস্তানি পুলিশের হাতে আমার বাড়ির লোকজনের প্রচুর হেনস্তা হওয়ার পর---কারণ তারা আমার মায়েরসোনার গহনাগুলোকে 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পত্তি' বলে দাবি করেছিল। তখন থেকে আমি, এক এগারো বছরের নাদান কিশোর, আপনার ওপর কী ভয়ানক রেগে ছিলাম, জানালে আপনি তাজ্জাব হয় যেতেন। কারণ আমার চারপাশের বড়রা আমাকে বুঝিয়েছিল, আপনিই হিন্দুস্তান পাকিস্তান ভাগ হওয়ার মূলে।

যাই হোক, সেসব বৃত্তান্ত বলে আর কী হবে? আমরা এপারে এসে জীবন আধাখ্যাঁচড়া করে গুছিয়ে যখন পড়াশোনার ঢুকে পড়লাম, তখন পুরনো আর একটা ব্যাপারে আমার খুব খটকা লাগল। সেটা ১৯২১ সালের ঘটনা, আমার কাছে ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হঠাৎ আপনার একটা কথার লাঠালাঠি লেগে গেল। অথচ দু'জন দু'জনকে কী শ্রদ্ধাই না করতেন। চিরকাল। তিনি আপনাকে 'মহাত্মা' বলতেন, আপনি তাঁকে 'গুরুদেব' বলতেন, আর একথাও তিনি বারবার বলেছেন যে ভারতের সমগ্র জনতার নেতা হিসেবে আপনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার আগে কংগ্রেস ছিল বাবু আর মধ্যবিত্তদের একটা দল মাত্র। আপনি আসায় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালির ভূমিকা দুর্বল হয়ে গেল---এটা নিয়ে তিনি মাথাই ঘামাননি, ওই ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না যে, তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বলেছেন, আপনার আহ্বানের মধ্যে সত্য ছিল, তাই আপামর আহ্বানের মধ্যে সত্য ছিল, তাই আপামর ভারতবর্ষ আপনার ডাকে আশাতীতভাবে বাড়া দিয়েছিল। তিনিই তো বললেন, 'এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে---তাদের আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এই জন্যেই তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে। তিনিই ১৯২১ এ লিখলেন 'সত্যের আহ্বান', যখন আপনি বলেছিলেন, সকলে চরকা কাটো, তা হলেই এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এসে যাবে। রবীন্দ্রনাথ কি আপনাকে বুঝতে ভুল করেছিলেন? আজকালকার ভাষায় যাকে 'বিনির্মাণ' বলা হয়, তা কি তিনি করেননি আপনার কথাগুলোর? বিনির্মাণ করলে কী পাওয়া যেত?

কিংবা ধরুন ১৯২৩-এর 'শিক্ষার মিলন'। সেখানও কি আপনি তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রতিপক্ষ নন? যখন তিনি বলেন, "আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, 'ঐ কথাটাই তো আমরা বারবার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা, ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষেরে মতো পরিবহার করা চাই। এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথাও নয়। এই কথাগুলোর লক্ষ্য কে ছিল? আপনিই তো? কেন আপনি বার বার এমন কথা বলেন, যাতে আপনার সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ীকে, শুধু তাই নয়---এক ক্রান্তদর্শী মানুষকে আপনার কথার প্রতিবাদে একাধিকবারকলম ধরতে হয়? ভারত আধ্যাত্মিক, ইউরোপ বস্তুবাদী, বস্তুসর্বস্ব-ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়দের এক মিথ্যা অহমিকা আপনার মধ্যেও প্রবাহিত দেখে রবীন্দ্রনাথ কষ্ট পেয়েছিলেন। বিদেশি শাসন আমরা মানব না, কিন্তু বিদেশি বিদ্যাকেও জ্ঞানচর্চাকেও আমরা ঘরে ঢুকতে দেব না, এ কেমন কথা। রবীন্দ্রনাথের এই দু'টি ছত্র কি আপনার জানা ছিল না---'দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমচাকে রুখি, সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'

আমার খুব অদ্ভুত লাগে ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাটা। আপনি রবীন্দ্রনাথের ওই অবিস্মরণীয় চিঠিটিকে শ্রীনবাস শাস্ত্রীকে লেখা আপনার চিঠিতে বললেন, যেন একটু ব্যঙ্গের সুরে burning letter কিন্তু তার বিশেষণ দিলেন Premature আবার সেই সঙ্গে একটু স্তোকও দিলেন যেন, but he cannot be blamed? কেন? আমরা রবীন্দ্রনাথের ভুলটা এখনও বুঝতে পারি না তো। আপনি নিজেই তো কিছু পরে আপনার পদক আর পদবি 'কাইজারি-ই-হিন্দ' ব্রিটিশ সরকারকে ফিরিয়ে দিলেন। একজন পেয়েছিলেন কবিত্বের জন্য নাইটবহুড, আর আপনি পুরস্কার পেয়েছিলেন সরকারকে সাহায্য করার জন্য। দুয়ের মূল্য আমরা এক মনে করি না। আর আপনার বেছে নেওয়া, মাত্র দু'মাস পরে, কী হিসেবে mature হলতা আমরা বুঝতে পারি না।

আর ও অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে। আপনি রামমোহনকে 'পিগমি' কেন বললেন---তার কার্যকারণ আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি আজও। বা ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পকে "ভারতের অস্পৃশ্যতার পাপের ফল' বলা, যার প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় আপনার মানসসন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৬১ সালে তখনকার বম্বেতে রবীন্দ্র জন্মশতাবার্ষিকীর উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন এই রকম একটা কথা Though I was closer to Gandhi, my mind was more in tune with Tagore in many respects. যদিও আমি গান্ধীজির বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম, আমার মন অনেক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ছিল। ;তবু আপনার আর রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব সারা দেশের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হয়েছিল, সন্দেহ নেই। আমরা এই বন্ধুত্বকে গভীর শ্রদ্ধা করি।

কিন্তু আপনার সব দায় আপনি আপনার প্রাণ দিয়ে মাটিয়ে গিয়েছেন। ভাবা যায়, যে একজন স্বদেশের আর স্বধর্মের মানুষ আপনাকে গুলি করে হত্যা করল, আপনি 'হে রাম' বলে লুটিয়ে পড়লেন মৃত্যুতে? যে দেশের জন্য আপানি এথ করলেন সেই দেশ অসহায় বিস্মিতক চোখে আপনার হত্যা প্রত্যক্ষ করল। তখনও হয়তো সেই প্রয়াত কবি বলতে পারত, 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'।

আজ ওই 'রাম' নিয়ে কত কাণ্ড হচ্ছে।

আপানাকে জানাই, যদিও জানিয়ে কোনও লাভ নেই--- এই মৃত্যুর সংবাদে আমিও কেঁদেছিলাম, পরদিন পাঁচ কিলোমিটার দূরে শীতের কাঁসাই নদীতে খালি পায়ে স্নান করে ফিরেছিলাম। মহম্মাদ রফির সেই ব্যাকুল গানটি এখনও আমার কানে বাজে, 'শুনো শুনো ভাই দুনিয়াওয়ালো বাপুজি কি আমরা কহানি।'

আপনি এখন পৃথিবীর সম্পত্তি। আপনার সহিষ্ণুতার বাণী মার্টিন লুথার কিং-কে উদ্বুদ্ধ করে, নেলসন ম্যান্ডেলাকে প্রেরণা দেয়। পৃথিবী আপনাকে গ্রহণ করেছে, তবু এই দেশের আপনাকে বড় দরকার। 'হে মহামানব, একবার এসো ফিরে'। এখনও, খণ্ডিত হলেও, সমগ্র ভারতকে ভালবেসে ডাক দেওয়ার কেউ নেই। দুই -জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশ ভাগ হওয়ায় সমস্যা কিছুই মেটেনি। ভারত থেকে গিয়েছে অজস্র মুসলমান। গোরক্ষক আর হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণে তাদের দিন কাটে সন্ত্রাস, আতঙ্কে। পাকিস্তানে বাংলাদেশের হিন্দুত্ব সংখ্যার কমে আসছে, তার কারণ রাষ্ট্রে সুরক্ষাহীনতা নয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্র যথেষ্টই অনুকূল, কিন্তু সেখানে প্রতিবেশীদের জমি, গৃহভূমি আর অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রলোভন কোথাও কোথাও তীব্র হয়ে ওঠে। পাকিস্তানে তো রাষ্ট্রও তত সহৃদয় নয়। আর তার মধ্যে জলঘোলা করতে নেমে পড়েছে আইএসআইএস নামে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা, যারা বিশ্বজুড়ে ইসলামের সাম্রাজ্য কায়েম করার স্বপ্নে মত্ত।

কিংবা ধরুন ১৯২৩-এর 'শিক্ষার মিলন'। সেখানও কি আপনি তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রতিপক্ষ নন? যখন তিনি বলেন, "আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, 'ঐ কথাটাই তো আমরা বারবার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা, ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষেরে মতো পরিবহার করা চাই। এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথাও নয়। এই কথাগুলোর লক্ষ্য কে ছিল? আপনিই তো? কেন আপনি বার বার এমন কথা বলেন, যাতে আপনার সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ীকে, শুধু তাই নয়---এক ক্রান্তদর্শী মানুষকে আপনার কথার প্রতিবাদে একাধিকবারকলম ধরতে হয়? ভারত আধ্যাত্মিক, ইউরোপ বস্তুবাদী, বস্তুসর্বস্ব-ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়দের এক মিথ্যা অহমিকা আপনার মধ্যেও প্রবাহিত দেখে রবীন্দ্রনাথ কষ্ট পেয়েছিলেন। বিদেশি শাসন আমরা মানব না, কিন্তু বিদেশি বিদ্যাকেও জ্ঞানচর্চাকেও আমরা ঘরে ঢুকতে দেব না, এ কেমন কথা। রবীন্দ্রনাথের এই দু'টি ছত্র কি আপনার জানা ছিল না---'দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমচাকে রুখি, সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'যাই হোক, আমার স্বদেশ এখন এই ভারত, খণ্ডিত হোক, যাই হোক, যা এক হিসেবে আপনিই সৃষ্টি করেছিলেন। অন্য স্বদেশ পাওয়ার সুযোগ আর সম্ভাবনা একেবারে ছিল না তা নয়। কত মানুষই তো নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে যায়, গিয়ে সেখানকার নাগরিক হয়। দেশ তাদের উচ্চকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত সুযোগ সরবরাহ করতে পারে না। আমি হয়তো ভীরু বলেই তাকে চাইনি। স্বদেশপ্রেমের দোহাই দেব না, কারণ স্বদেশের এখন যা অবস্থা তার জন্য কষ্টে থাকি। আপনার হত্যাকারীর মন্দির খাড়া করার উদ্যোগ চলছে, আপনার 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' নম্ত্রকে উপহাসের বস্তু করে তোলা হচ্ছে। ইংরেজ কবির মতো বলতে পারছি না, মিলটনকে তিনি যা বলেছিলেন, Thou should' st be living at this hour কী জানি, এখন বেঁচে থাকলে আপনাকে হয়তো আবার মরতে হত। আপনাদের মতো মানুষকে, যাঁরা স্বদেশকে মহত্ত্ব দেন, তাঁদের বহুবার মৃত্যুবরণ করতে হয়। আপনাকে প্রণাম। হয়তো আবার মরতে হত। আপনাদের মতো মানুষকে, যাঁরা স্বদেশকে মহত্ত্ব দেন, তাঁদের বহুবার মৃত্যুবরণ করতে হয়। আপনাকে প্রণাম।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

মঙ্গলবার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা শিশু মিত্র পুলিশ জ্যাকেট তুলে দেন। ছবি- নিজস্ব।

রাজীব কুমারের আগাম জামিন মামলা : প্রত্যেকের নজর কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের দিকে

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতা হাইকোর্টে মঙ্গলবার কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের আগাম জামিন মামলার রায়দানের সম্ভাবনা। সোমবার প্রাক্তন নগরপালের আগাম জামিন মামলার শুনানি শেষ হয়। কিন্তু বিচারপতি সইদুল্লা মুন্সি এবং শুভাশিস দাশগুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চের তরফে মামলার রায়দান স্থগিত রাখা হয়। গত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে রাজীবকে হন্যে হয়ে খুঁজছে সিবিআই। রাজীবের খোঁজ পেতে নবান্নে গিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র, তৎকালীন মুখ্যসচিব মলয় দে ও স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি দিয়েছে তারা। সেই সময়েই নবান্নের তরফে জবাবি চিঠিতে জানিয়ে দেওয়া হয়, ৯ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ছুটিতে আছেন রাজীব।

সেই ২৫ সেপ্টেম্বর কেটে গেছে। রাজীবকে পাওয়া যায়নি। আজ তাঁর দ্বিতীয় দফার ছুটিও শেষ। সূত্রের খবর, সম্ভবত আজই সেই মামলায় রায় দিতে পারেন বিচারপতিরা। আজ মামলার রায় না বেরোলে সেক্ষেত্রে বুধবার থেকে আদালতে ছুটি পড়ে যাচ্ছে। তাই রাজীব কুমারের মামলার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে সন্ধিহান ওয়াকিবহাল মহল। সোমবার সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ হাইকোর্টে সইদুল্লা মুন্সি এবং শুভাশিস দাশগুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। বেলা সওয়া বারোটা পর্যন্ত সিবিআইয়ের আইনজীবীরা সওয়াল করেন। তারপরই দুই বিচারপতি রায়দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আলিপুর জেলা ও দায়রা আদালতে রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে যায়। তার পরই গত সোমবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁর স্ত্রী সঞ্চিতা কুমার। বুধবার এই মামলার প্রথম শুনানি শুরু হয়। শুক্রবারও এক দফা শুনানি হয়। এদিকে, ২৫ সেপ্টেম্বরে শেষ হয়ে গিয়েছে রাজীব কুমারের ছুটির মেয়াদ। এমনকি রোজভ্যালিকাণ্ডে সিবিআইয়ের পাঠানো নোটিসের জবাবে জানানো ছুটির দিন ৩০ সেপ্টেম্বরের সময়সীমাও শেষ হচ্ছে আজ। এখন অপেক্ষা রাজীব কুমার যদি ছুটির শেষে নিজেই ধরা দেন অথবা কাজে যোগ দিলে তাঁকে যদি গ্রেফতার করা যায়।

জন্মবার্ষিকী রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী-প্রতিরক্ষা মন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ ১৯৪৫ সালের ১ অক্টোবর উত্তর প্রদেশের কানপুর দেহাত জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের চতুর্দশ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দউ ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, দরিদ্র ও নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের জন্য সর্বদা সচেষ্ট রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দউ পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির দীর্ঘায়ু ও সুস্বাসস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও রাষ্ট্রপতিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখউ নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লিখেছেন, 'রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দকে জন্মদিনের হার্দিক শুভকামনাউ তাঁর সরলতা সর্বদা অনুকরণীয়উ ঈশ্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থজীবন কামনা করি।

নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, 'রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে জন্মদিনের শুভকামনাউ ১৩০ কোটি ভারতীয়দের কল্যাণে আপনার উতর্গ অনুকরণীয়উ প্রতিটি শ্রেণীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য আপনার প্রচেষ্টা সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল ও ডিজেল, ক্রমশই উর্ধমুখী জ্বালানি তেল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.): ফের দাম বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের। মধ্যরাত থেকেই কার্যকর হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য। মঙ্গলবার দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে দামি হয়েছে পেট্রোল-ডিজেল। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.১৩ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.১০ পয়সা। দাম বাড়ার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৭৭.২৩ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৬৯.৮৫ টাকা।

কলকাতার পাশাপাশি মধ্যরাত থেকে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতে। দিল্লিতে ০.১৯ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৪.৬১ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.১৬ পয়সা বাড়ার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৭.৪৯ টাকাউ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.১৩ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.১২ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামউ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৮০.২১ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৭০.৭৬ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)।

চেন্নাইয়ে ০.১৪ পয়সা বৃদ্ধির পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৭.৫০ টাকা এবং ০.১১ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের এখন ৭১.৩০। উৎসবের মরশুমে পুনরায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার রীতিমতো দুঃশ্চিন্তায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ফের সামান্য উত্থান, মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রার দাম ৭০.৭৫

মুম্বই, ১ অক্টোবর (হি.স.): ফের মাথা উঁচু করে দাঁড়াল ভারতীয় টাকাউ মুক্ত হল পতনের গ্রাস থেকেউ মঙ্গলবার দিনের শুরুতেই ১২ পয়সা উত্থানের পর ১ মার্কিন ডলার প্রতি ভারতীয় টাকার দাম এসে দাঁড়ায় ৭০.৭৫ টাকাউ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা বজায় থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছেউ এর আগে সোমবার মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রার দাম ছিল ৭০.৮৭ টাকাউ

সামান্য হলেও, ফের মাথা উঁচু করে দাঁড়াল ভারতীয় টাকাউ মঙ্গলবার বাজার শুরুতেই ১ মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়ায় ৭০.৭৫ টাকাউ প্রসঙ্গত, গত কয়েক দিন ধরে মার্কিন ডলারের সঙ্গে দৌড়ে কখনও উত্থান, কখনও আবার মুখ থুবড়ে পড়ছিল ভারতীয় টাকাউ পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিতেও একটা চিন্তার ভাঁজ পড়েছিলউ এই টানাপোড়েনের মধ্যেই মঙ্গলবার সামান্য উত্থান হল ভারতীয় টাকার

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হানা, কাঠুয়ায় জখম বিএসএফ জওয়ান

জম্মু, ১ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল, জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে পুনরায় সংঘর্ষ-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ সোমবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার (জম্মু) হীরানগর সেক্টরের মনইয়ারি পোস্ট লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে পাক সেনাবাহিনীউ মনইয়ারি পোস্টে পাক হামলায় জখম হয়েছেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র একজন জওয়ানউ সোমবার রাতের পর মঙ্গলবার সকালে পুঞ্চ জেলার শাহপুর এবং কিরনি সেক্টরেও সংঘর্ষবিরতি চুক্তি করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনীউ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ৭.৪৫ মিনিট থেকে শাহপুর ও কিরনি সেক্টরে সংঘর্ষ-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনীউ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন মঞ্জুর রাজীব কুমারের, যথেষ্ট ধাক্কা খেল সিবিআই

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.): অবশেষে স্বস্তি পেলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারউ সারদা চিটফাণ্ড দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে কলকাতার প্রাক্তন সিপি রাজীব কুমারেরউ চার দিন শুনানির পরও সোমবার নিষ্পত্তি হয়নি রাজীব কুমারের আগাম জামিন সংক্রান্ত মামলারউ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানি হয়উ তবে, রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি শহিদুল্লা মুন্সি এবং বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চউ সোমবার রাজীব কুমারের জামিন আবেদন সংক্রান্ত মামলা ঝুলে থাকলেও, মঙ্গলবার স্বস্তি পেলেন কলকাতার প্রাক্তন সিপি রাজীব কুমারউ

মঙ্গলবার রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলার শুনানি শুরু হলে, কলকাতার প্রাক্তন নগরপালের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চউ রাজীব কুমারের আগাম জামিন মঞ্জুর হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেল সিবিআই

কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন মঞ্জুর রাজীব কুমারের, ধাক্কা খেল সিবিআই

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.): অবশেষে স্বস্তি পেলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারউ সারদা চিটফাণ্ড দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে কলকাতার প্রাক্তন সিপি রাজীব কুমারেরউ চার দিন শুনানির পরও সোমবার নিষ্পত্তি হয়নি রাজীব কুমারের আগাম জামিন সংক্রান্ত মামলারউ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানি হয়উ তবে, রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি শহিদুল্লা মুন্সি এবং বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চউ সোমবার রাজীব কুমারের জামিন আবেদন সংক্রান্ত মামলা ঝুলে থাকলেও, মঙ্গলবার স্বস্তি পেলেন কলকাতার প্রাক্তন সিপি রাজীব কুমার।

মঙ্গলবার রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলার শুনানি শুরু হলে, কলকাতার প্রাক্তন নগরপালের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চউ রাজীব কুমারের আগাম জামিন মঞ্জুর হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেল সিবিআই।

প্লাস্টিক বর্জনে অভিনব উদ্যোগ মাদার ডেয়ারির, দুধ নিতে হবে বুথ থেকেই

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি. স.) : প্লাস্টিকের ব্যাবহার কমাতে অভিনব উদ্যোগ নিল মাদার ডেয়ারি। এবার থেকে প্যাকেটে বন্দী দুধ সুরক্ষিত নয়। যত্রতত্র প্লাস্টিক পাউচ ছড়িয়ে দূষণও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। কাজেই প্যাকেটবন্দী দুধের বদলে সেই দুধ নিতে হবে বুথ থেকেই,পুরনো পদ্ধতি মেনে বুথেই ফিরতে চাইছে মাদার ডেয়ারি। মাদার ডেয়ারির তরফে জানানো হয়েছে, প্লাস্টিক প্যাকেট বর্জন করলে লিটার প্রতি দুধের দামও কমবে। আপাতত প্রতি লিটারে ৪ টাকা কমিয়ে বুধ থেকেই দুধ বেচবে সংস্থা। পরিকল্পনা আরও আছে।

সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুথে লাইন দিয়ে দুধ নিতে এখন অনীহা অনেকেরই। চটজলদি উপায় হিসেবে তাই প্লাস্টিক পাউচের ব্যবহার বাড়ছিল। এটা বন্ধ করার সেরা উপায় 'টোকেন মিল্ক' বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ সাপ্লাই করার ভাবনাও রয়েছে সংস্থার। মাদার ডেয়ারির এই নতুন স্কিম চালু হয়েছে দিল্লি, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ ও গাজিয়াবাদে। সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, বুথের ভাবনায় সায় দিয়েছেন অনেকেই। দামও কিছুটা কমায় দুধের বিক্রিও বেড়েছে অনেকটাই। এই চারটি শহরে মোট ৯০০ বুথে প্রতিদিন প্রায় ৬ লক্ষ লিটার করে দুধ বিক্রি হয়েছে। টোকেন মিল্কের চাহিদা বাড়ায়, প্রতি বুথে দুধের যোগান আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে মাদার ডেয়ারি। মাদার ডেয়ারি ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সংগ্রাম চৌধুরী জানিয়েছেন, এই ভাবে বুথ থেকে দুধ নিলে লিটার প্রতি টোকেন মিল্কে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমবে ৪.২ গ্রাম। বছরের হিসেবে যেটা দাঁড়াবে প্রায় ৯০০ মেট্রিক টন। দিল্লির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার রিপোর্ট বলছে, গোটা রাজধানীতে প্লাস্টিকের দূষণ মাত্রাছাড়া। এর ৫৭ শতাংশই মাদার ডেয়ারি বা আমুল মিল্কের প্যাকেট বা পলিথিনের পাউচ।

ঋণের দায়ে দূরাবস্থা, উত্তর প্রদেশে আত্মঘাতী কৃষক

বান্দা (উত্তর প্রদেশ), ১ অক্টোবর (হি.স.): ঋণের দায়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন একজন কৃষকউ উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার আরবাই গ্রামের ঘটনাউ মৃত কৃষকের নাম হল-৬৫ বছর বয়সি লাল্লিউ সোমবার আরবাই গ্রামের বাড়ি থেকেই লাল্লির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশউ ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নিউ তবে পরিবারের দাবি, সম্প্রতি অতিরিক্ত দেনা হয়ে গিয়েছিল তাঁরউ সেই কারণেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি পরিবারের।

মঙ্গলবার লাল্লি-র ছেলে পুষ্পেন্দ্র জানিয়েছেন, ৮০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করতে পারছিলেন তাঁর বাবাউ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনিউ সোমবার বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বাবাউ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ ঋণের দায়ে কৃষক-আত্মহত্যার ঘটনার জেরে ফের প্রশ্ন উঠছে, কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কি কোনও দিনও হবে?

মঙ্গলবার পুলিশ সদর কার্যালয়ে মহিলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

ভারত সরকার
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
দিবাঙ্গন ক্ষমতায়ন বিভাগ
৫ম তল, পন্ডিত দিনদয়াল অন্তুদয় ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, লোধি রোড, নয়াদিল্লি- ১১০০০৩

প্রতিবন্ধি ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপ ঃ ২০১৯-২০

দিবাঙ্গন ক্ষমতায়ন বিভাগ আম্ব্রেলা প্রকল্পে "প্রতিবন্ধি ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপ" তাদের ক্ষমতায়নের জন্য ১লা এপ্রিল ২০১৮ প্রকল্পটি ঘোষণা করে। বিভাগ সুযোগ প্রদান করছে দিবাঙ্গন ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপ তথা প্রি মেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক এবং টপ ক্লাশ এডুকেশন স্কলারশিপ ২০১৯-২০তে। এই তিন ধরনের স্কলারশিপ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল (এনএসপি)। ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন এনএসপিতে শুরু হয়েছে ১৫ জুলাই ২০১৯এ। অনলাইনে এপিলিকেশন ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালে করা হয়েছে (www.scholarships.gov.in)। আবেদনপত্র জমা এবং ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত বিস্তারিত নিম্নে বর্নিত ঃ-

প্রকল্প	ছাত্র	প্রতিষ্ঠান	রাজ্য
১. প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ দিবাঙ্গন ছাত্রদের জন্য	ছাত্রদের অনলাইন আবেদন দাখিল করার অন্তিম তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০১৯	প্রতিষ্ঠানের ভেরিফিকেশনের অন্তিম তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০১৯	স্টেট নোডাল অফিসারের ভেরিফিকেশনের অন্তিম তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০১৯
২.পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ দিবাঙ্গন ছাত্রদের জন্য	ছাত্রদের অনলাইন আবেদন দাখিল করার অন্তিম তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০১৯	প্রতিষ্ঠানের ভেরিফিকেশনের অন্তিম তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০১৯	স্টেট নোডাল অফিসারের ভেরিফিকেশনের অন্তিম তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০১৯
৩. স্কলারশিপ ফর টপ ক্লাশ এডুকেশন দিবাঙ্গন ছাত্রদের জন্য	ছাত্রদের অনলাইন আবেদন দাখিল করার অন্তিম তারিখ ৩১অক্টোবর ২০১৯	প্রতিষ্ঠানের ভেরিফিকেশনের অন্তিম তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০১৯	স্টেট নোডাল অফিসারের ভেরিফিকেশনের অন্তিম তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০১৯

উপরিউক্ত সমস্ত স্কলারশিপ প্রযোজভাবে সেসব ছাত্রদের জন্য যারা দিবাঙ্গন হিসেবে ৪০ শতাংশ এবং তার বেশি সেই সাথে তাদের প্রতিবন্ধি হওয়ার প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট আছে যা ডাক্তারি বিভাগ থেকে প্রদ্যত। পুরোটাই বিবেচনা করা হবে রাইট অফ পার্সন উইথ ডিজেবিলেটিস এক্ট ২০১৬ অনুযায়ী।

(স্কলারশিপ প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন www.disabilityaffairs.gov.in)

বিঃ দ্রঃ-

(১) আবেদনপত্রের ভেরিফিকেশন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নোডাল অফিসার ভেরিফিকেশন ফর্ম এবং তা জেলা/রাজ্য নোডাল অফিসারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাবে। যদি কোনও প্রতিষ্ঠান/স্কুল/ কলেজ তা না করে তাহলে তারা অনলাইন আবেদন ভেরিফিকেশন করতে পারবে না।

(২) রাজ্য নোডাল অফিসারের নাম, ই-মেল আইডি এবং যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট www.scholarships.gov.in এবং তা অবশ্যই পাওয়া যাবে বিভাগের ওয়েবসাইট www.disabilityaffairs.gov.in।

(৩) দ্যা স্টেন্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) এবং ব্যবহার সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যাবে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল www.scholarships.gov.in তে যা অবশ্যই থাকবে দপ্তরের ওয়েবসাইট www.disabilityaffairs.gov.in তে।

davp 38117/11/0036/1920

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নিজেকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ধ্যান

এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারলে যে-কোন বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারা যায়। ধ্যান হল মনের ব্যায়াম। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীয়করণের নামই ধ্যান। নীরবে বসে সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুশীলন করলে ধ্যানের মাধ্যমে মনোযোগ বাড়ে, সচেতনতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। মনের স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি সৃষ্টি হয়। প্রশান্তি ও সুখানুভূতি বাড়ানোর পাশাপাশি অন্তর জাগরণ ঘটে।মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে, সুস্থ থাকতে, উন্নতি করতে, জীবন উপভোগ করতে, সুখী হতে ধ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। ধ্যান এমন একটি ব্যায়াম যার প্রতি পদে পদে শুধু উপকার আর উপকারই আছে। ধ্যান নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে শেখায়। নিজের ভিতরটা বদলালে পৃথিবী বদলে যাবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি অর্জন করা যায়। সুখ-শান্তি অন্য কোথাও না নিজের ভিতরেই বাস করে।আমাদের দেশের শহরাঞ্চলের খুব সচেতন কিছু নারী ধ্যান বা মেডিটেশন করেন। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। মেডিটেশন বা ধ্যান মস্তিষ্কের জন্য খুব উপকারী। আমাদের মস্তিস্ক সব সময় কাজ করতে থাকে। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো কাজ করে। মস্তিষ্ক সারা শরীরের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অর্থাত বিরামহীন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। আমাদের ঘুমানোর সময়, চোখ বন্ধ করে রাখার সময় বা ধ্যান করার সময় মস্তিষ্কের বিশ্রাম হয়। এই বিশ্রামের ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। তখন সারা শরীরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হয়ে ওঠে আরও বেশি শক্তিশালী।ধ্যান বা মেডিটেশনের সময় মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে। ফলে চোখ, কপাল, ঘাড়, মাথা, চোখের চারপাশের স্নায়ু ও মাংসপেশির বিশ্রাম হয়। ধ্যানের সময় মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষেরও বিশ্রাম হয়। তখন মাথাব্যথা, ঘাড়ব্যথাও কমে। মস্তিষ্কের প্রতিটি প্রান্তে অক্সিজেন পৌঁছে যায়। এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত শিরা-উপশিরার মাধ্যমে সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়। এতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেরও পুষ্টি হয়। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত দেহের

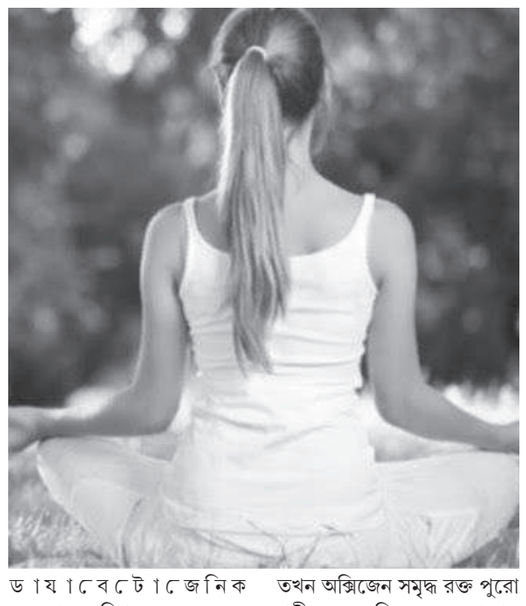

ডায়াবেটোজেনিক হরমোন।পরিণত বয়সের সব নারী-পুরুষের জন্য মেডিটেশন খুব জরুরি। আমাদের উচিত কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নিজেদের ধ্যান করা, আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিবেশী পরিচিতদের এতে উতসাহিত করা।মস্তিষ্কের বিশ্রাম হলে এতে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পুরো শরীরে সঞ্চালিত হয়। চোখের স্নায়ুগুলোর বিশ্রাম হয়। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার সময় চোখের মাংসপেশিরও বিশ্রাম হয়। নিয়মিত মেডিটেশন করলে হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে।ধ্যান মানুষকে তার মন ও চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, বাড়িয়ে তোলে আত্মবিশ্বাস।

চুল সিল্কি করতে গাজরের চমতকার উপকারিতা!

বিনোদন ডেস্ক : গাজর যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকর।সালাদেই খান বা হালুয়ায়।গাজর খেলে স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে, তেমনই চুলও উজ্জ্বল হয়। আবার গাজরের মাস্ক, গাজর তেল মাখলেও চুলের সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যায়।গাজরের উপকারিতা-গাজরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, কে, সি, বি৬, বি১, বি২, ফাইবার, পটাশিয়াম, ফসফরাস রয়েছে। যা স্বাস্থ্য, চুল ও ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকে এবং গাজর খেলে বয়সের ছাপ দেরিতে পড়ে।আরও দিক রয়েছে সেগুলো হচ্ছে-*গাজরের মাস্ক চুল সিল্কি করে, মসৃণতা আনে।*ময়লা আবহাওয়া থেকে চুলকে রক্ষা করে।*রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে উজ্জ্বলতা বাড়ায়*চুলের গোড়া শক্ত করে*চুল বাড়াতে সাহায্য করে*চুল ভেঙে যাওয়া ও পড়ে যাওয়া বন্ধ করতে সাহায্য করে থাকে গাজর। গাজরের তেল- সপ্তাহে এক দিন শ্যাম্পু করার আগে এই তেল মাথায় মাসাজ করুন।বাড়িতেই বানাতে পারেন গাজরের তেল। গাজর ভাল করে কুরিয়ে নিন। কোরানো গাজর একটা জারে অলিভ অয়েল, নারকেল তেল বা তিলের তেল মিশিয়ে রেখে দিন এক সপ্তাহ। কমলা রঙ ধরলে বুঝবেন গাজর তেল ব্যবহারের জন্য তৈরি।গাজরের মাস্ক- একটা গাজর ও একটা কলা নিন। খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরোয় কেটে নিন। এর সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ভাল করে বেটে নিয়ে দই মিশিয়ে নিন। এই মাস্ক চুলে লাগিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই মাস্ক লাগালে চুলের গোড়া ভাঙবে না, চুলের বৃদ্ধি ভাল হবে, সিল্কি হবে।গাজর ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন।টুকরো গাজরের সাথে অলিভ অয়েল, নারকেল তেল, এসেনশিয়াল অয়েল ও মধু মিশিয়ে নিন।এই মিশ্রণ দু''তিন মিনিট গরম করুন।পরে নামিয়ে দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত এই মিশ্রণ ভালভাবে লাগিয়ে ২০-২৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। চুল বাড়াতে, সিল্কি করতে সাহায্য করবে। সপ্তাহে একদিন করবেন।বাজারে ক্যারট সিড অয়েল কিনতে ও পাওয়া যায়। নারকেল তেলের সঙ্গে এই তেল দু''তিন ফোঁটা মিশিয়ে নিন। মাথায় মালিশ করে এক ঘণ্টা পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি নারীদের

বছর ছাব্বিশের ঝকঝকে তরুণী সম্প্রতি একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি পেয়েছে। চাকরির আগে ডাক্তারি পরীক্ষায় সব স্বাভাবিকই ছিল। অথচ ছ''মাসেই তাকে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে ভর্তি হতে হল হাসপাতালে।স্কুল শিক্ষিকা বয়স তিরিশ। একদিন ক্লাস নিতে নিতে হঠাত অসুস্থ বোধ করলেন। হাসপাতালে আনা হলে বোঝা গেল হার্ট অ্যাটাক।এ রকম উদাহরণ রয়েছে ভুরি ভুরি। একটা সময় পর্যন্ত ধারণা ছিল, হার্ট অ্যাটাক মূলতঃ পুরুষের এবং বয়স্কদের অসুখ। কিন্তু গত কয়েক বছরে এ ধারণা বদলেছে। ইদানীং হার্ট অ্যাটাক নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের একটা বড় অংশই কমবয়সী ও মহিলা। ২৯ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল হার্ট ডে। তার আগেই চিকিতসকেরা জানিয়েছেন, জিনগত কারণে বা জন্মগত ভাবে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে হার্টের অসুখ থাকতে পারে। তবে যাঁদের কিছুটা পরের দিকে হার্টের অসুখ দেখা দিচ্ছে, তাঁদের মধ্যে মহিলার সংখ্যাবৃদ্ধি যথেষ্ট আশঙ্কাজনক।ইদানীং মহিলাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা বাড়ছে কেন? চিকিতসকদের মতে, আজকের এই গতিময় জীবনে কর্মক্ষেত্রের টেনশন, বাতানুকূল পরিবেশে বসে কাজ করার অভ্যাস, কম পরিশ্রম, অতিরিক্ত ফাস্টফুড খাওয়া এবং ধূমপান- পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলকেই ঠেলে দিচ্ছে বিপদের মুখে। তা ছাড়াও এঁদের মধ্যে অনেকেরই কমবেশি ডায়াবেটিস, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং প্রবল উদ্বেগজনিত সমস্যার শিকার। হৃদ্‌রোগ চিকিতসক জসিমুদ্দিন খান বলেন, ''আগে দিনে আট থেকে দশ জন হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আসতেন হাসপাতালে। আর এখন সংখ্যাটা প্রায় দ্বিগুণ। যে সব রোগী আসছেন, তাঁদের আশি শতাংশই আবার ডায়াবেটিসে ভুগছেন।''তিনি বলেন, ''মেয়েদের শরীরে থাকা ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হরমোন হার্টের অসুখ রুখে দিতে সাহায্য করে। তাই হিসেব মতো মেয়েদের ক্ষেত্রে মেনোপজের আগে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কম। তবে এখন এই তত্ত্ব বহু সময়েই খাটছে না। আর হার্ট অ্যাটাক হলে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বিপদ বেশি।''তিনি আরও বলেন, ''যেহেতু মেয়েদের শরীরের আকার ছেলেদের তুলনায় কিছুটা ছোট, তাই তাদের ধমনীগুলিও তুলনায় কিছুটা সরু। সে কারণেই হার্ট অ্যাটাক হলে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিপদটা অনেক বেশি।''আজকাল মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ যেমন করছে তেমনই ছেলেদের বদভ্যাসগুলোও ধরে ফেলছে। আমাদের দেশে মেয়েরা আগে এত ধূমপান করত না। এ কারণেই কিন্তু বাড়ছে হাইপার টেনশন। এ ছাড়াও অনেক মেয়েই আজকাল জীবিকার প্রয়োজনে মা হতে অনেক দেরি করছেন। এতে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। তা থেকেই বাড়ছে মহিলাদের হার্ট অ্যাটাক।''তবে তিনি মনে করেন, একটু সচেতন হলেই মহিলারা হার্ট অ্যাটাকের মতো সমস্যা এড়াতে পারবেন। তার মতে, মহিলাদের ক্ষেত্রে হার্টের অসুখের উপসর্গগুলি হল- হঠাত ক্লান্ত বোধ করা, ঘুমে ব্যাঘাত, নিঃশ্বাসের সমস্যা, হজমের গোলমাল এবং অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা।এ রকম কিছু লক্ষ্য করলেই চিকিতসকের পরামর্শ নিতে হবে। এর পাশাপাশি ধূমপান ত্যাগ, পরিমিত আহার (কম ফ্যাট এবং মাপমতো কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খাওয়া) এবং নিয়মিত ব্যায়াম দূরে রাখবে হার্ট অ্যাটাককে। এ ছাড়াও বিয়ের তিন বছরের মধ্যে সন্তান এবং যতটা কম সম্ভব গর্ভনিরোধক ওষুধের ব্যবহার মহিলাদের হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমাবে বলে মনে করছেন চিকিতসকরা।

পুজোর আগে ট্রেন্ডি লুকে খুনসুটি, ফোটোশ্যুটে একই সঙ্গে ধরা দিলেন দুই সাংসদ

সামনেই পুজো। তাই বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে ম্যাগাজিনের শ্যুট, প্রতিটি পদেই সেলেবদের নজর কাড়া উপস্থিতি। কখনও হাল ফ্যাশনের ট্রেন্ড, কখনও আবার সাবেকি লুকে স্টাইল স্টেটমেন্ট। সব ক্ষেত্রেই নায়িকাদের জুরি মেলা ভার। ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়ে ভক্তদের মন জয় করতে তাঁরা হলেন সিদ্ধা হস্ত।র্তমানে টলিপাড়ার সর্বাধিক চর্চিত দুই অভিনেত্রী হলেন নুসরত জাহান ও মিমি চক্রবর্তী। একের পর এক ছক্কা হাঁকিয়ে ২০১৯ এখন তাঁদের পায়ে তলায়। সাফল্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে এখন খানিক থামার পালা। কারণ সামনেই পুজো। ফলে হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও এবার নজর দেওয়া নিজের ওয়ারড্রবে।প্যান্ডেল হোপিং থেকে শুরু করে ফিঁতে কাটা, কখনও টিভির পর্দায় ইন্টারভিউ কখনও আবার ফোটোশুটে। দুই নায়িকাই পাল্লা দিয়ে এখন কাঁপিয়ে

চলেছেন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে টিভির পর্দা। গান, ছবি, বিয়ে, নির্বাচন সবই যেন ছোঁয়া মাত্রই সোনা। দুই বন্ধুর সম্পর্কও যেন একই সুঁতোয় বাঁধা। একইভাবে একই পথে পা বারিয়ে সাফল্যের অঙ্কটাও মিলিয়ে ফেলেছেন তাঁরা।এবার এই জুটিই পুজোর আগে ধরা দিলেন একই ফ্রেমে। ফোটোশ্যুটে নজর কাড়লেন খুনসুটিতে। পোশাক থেকে লুক, ফ্যাশন স্টেটমেন্ট-এ এই জুটিই এখন হিট। সম্প্রতি এক পাঁচতারা হোটেলে একই সঙ্গে পোজ দিয়ে তুললেন ছবি। শেয়ারও করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। দুই অভিনেত্রীকে একই ফ্রেমে বহুবার পেয়েছেন ভক্তরা। তবে পুজোর আগে এযেন উপরী পাওনা।

পিটি উষা প্রসঙ্গে ক্যাটরিনা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: মাত্র তিন দিনের মধ্যে সলমান এবং ক্যাটরিনা অভিনীত ''ভারত'' ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে। ছবিটির সাফল্য উপভোগ করছেন ছবির কলাকুশলীরা। প্রথম দিনেই ছবিটি ৪২.৩০ কোটির ব্যবসা করে ফেলে। এরপর দুদিনের মধ্যে তা ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে ফেলে। ফের একবার প্রথমসারির অভিনেত্রীদের তালিকায় ফিরে এসেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, পিটি উষার বায়োপিকে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল অভিনেত্রীকে। যদিও সেই বিষয়ে ক্যাটরিনা কোনও মন্তব্য করেননি। তবে এবার পিটি উষার বায়োপিক নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের ''বার্বি গার্ল''।তিনি বলেন, ''ছবি সই করার আগে আমি এই বিষয়ে কোনও আলোচনা করতে চাইনা। আমি নিশ্চয়ই করব, যদি ছবির কাহিনী ঠিক থাকে আমার জন্য।'' তবে খুব শীঘ্রই তাঁকে দেখা যাবে রোহিত শেট্টির পরিচালিত ''সূর্যবংশী'' ছবিতে। অক্ষয়ের বিপরীতে তাঁকে দেখা যেতে চলেছে।জানা গিয়েছে, ষষ্ঠবার অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। ''নমাস্তে লন্ডন'' দিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে প্রথম যাত্রা শুরু করেন। ছবিটি বক্স অফিসে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। এরপর ''দে দানা দান'', ''ওয়েলকাম'', ''হামকো দিওয়ানা কার গায়ে'', ''তিস মার খান'' এবং ''সিং ইজ কিং'' ছবিতে দেখা গিয়েছিল ক্যাট-অক্ষয়ের জুটিকে।

অক্ষয়ের মতো কিছুটা হলেও সফল হতে পারলে সিনেমা থেকে বিরতি নিয়ে নেব:তাপসী পান্নু

মহানগর ওয়েবডেস্ক: দক্ষিণী থেকে বলিউডে এসেছিলেন নিজের মাটি শক্ত করতে। মাটি শক্ত করেছেন বটেই পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হিট ছবি দিয়েছেন তাপসী পান্নু। ''চাশমে বাদ্দুর'' ছবি দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেন তাপসী। ডেভিড ধাওয়ানের ছবি দিয়ে তিনি বলিপাড়ায় ডেবিউ করেছেন। এরপর ''বেবি'', ''নাম হে শাবানা'', ''জুড়বা ২'', ''বাদলা'', ''পিঙ্ক''-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে বেশিরভাগ ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অভিনেত্রী। অক্ষয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাপসী। অভিনেতার কাজকে তিনি বেশ পছন্দ করেন।এক সাক্ষাতকারে তাপসী জানান, আমার সঙ্গে অক্ষয়ের বেশ ভালোই কথাবার্তা হয়। এই বছরে আমার চারটে ছবি মুক্তি পাবে। তবে মনে করি, যদি আমি অক্ষয়ের মতো কাজ করতে পারি অর্থাত আজ অক্ষয় যে স্থানে রয়েছে সেই স্থানে যেতে পারি তাহলে এরপর আমি কাজ থেকে বিরতি নিয়ে নেব। তিনি একসঙ্গে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন। এই বছরই মুক্তি পেয়েছে ''বাদলা'' ছবিটি। ছবিতে অমিতাভ বচ্চন এবং তাপসী পান্নুকে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে।পাশাপাশি অনুরাগ কাশ্যপের ছবিতেও দেখা যাবে তাপসীকে। ছবিটি ২০১৯-এ মুক্তি পাবে।তাছাড়াও ''মিশন ''মঙ্গল'' ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে অক্ষয়ের সঙ্গে। এই ছবিতে কাজ করছেন বিদ্যা বালন, সোনাক্ষী সিনহা, শারমান জোশি, কৃতি কুলহারি এবং নিত্যা মেনন। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ১৫ আগস্ট কিন্তু ১৫-র বদলে ছবি মুক্তি পেতে চলেছে ৯ আগস্ট।

দিশা বর্তমানে ''মালং'' ছবিতে ব্যাস্ত

ভক্তদের জন্য ১৩ সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ চমক রেখেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানি। অভিনেত্রী, যিনি একজন উতসাহী সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী এবং প্রচুর ফ্যান ফলোয়িং উপভোগ করেন তিনি সম্প্রতি তার ইউটিউব চ্যানেল চালু করেছেন এবং তার প্রথম ভ্লগটি আপলোড করেছেন।দিশা ক্যামেরার পিছনে তাঁর জীবন সম্পর্কে বলেছিলেন। আমরা নিশ্চিত যে তাঁর চ্যানেলগুলি সম্পর্কে জানতে তাঁর ভক্তরা উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। এই অভিনেত্রীর ভক্তদের একটি সেনা রয়েছে যারা তার জীবন সম্পর্কে জানার জন্য সর্বদা আগ্রহী। কাজের ক্ষেত্রে , দিশা আলী আব্বাস জাফরের ছবি ''ভারত'' ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন। ছবিতে সালমান খান এবং ক্যাটরিনা কাইফ মুখ্য চরিত্রে ছিলেন, যেখানে পাটানির সহায়ক ভূমিকা ছিল। তিনি ছবিতে রাধা নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং রূপালি পর্দায় নিজের উপস্থিতি দাখিল করেছিলেন। এছাড়াও, অভিনেত্রী অনিল কাপুর, আদিত্য রায় কাপুর ও কুণাল খেমুর সাথে আসন্ন ছবি ''মালং'' ছবিতে দেখা যাবে তাকে।এটি একটি প্রতিশোধের ছবি এবং এটি এই বছরের মার্চ মাসে ঘোষণা করা হয়েছিল। রুপোলি পর্দায় আসবে।

জেনে নিন লাল খাবারের স্বাস্থগুণ

যে কোনও রঙিন খাবারে পুষ্টিগুন অনেক বেশি থাকে। তা সে রঙিন ফলই হোক বা সবজি। আর বিশেষ বিশেষ রংয়ের খাবারে থাকে বিশেষ বিশেষ উপাদান। এদের মধ্যে লাল রংয়ের খাবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, উপকারী ফ্যাট এবং প্রোটিনে ভরপুর। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: লাল রংয়ের খাবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও আন্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ, যার রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহনাশক ক্ষমতা। এটি রক্ত বহন ও সংযোগস্থল সুরক্ষায় সাহায্য করে। এছাড়াও লাল খাবারে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ''লাইকোপেইন'' যা ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে পরিচিত। পটাসিয়াম: হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে লাল খাবার বেশ উপকারী। কারণ এই ধরনের খাবার পটাশিয়ামে পূর্ণ থাকে। ফ্লাভোনয়েডস: শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টয়ের প্রভাব বাড়াতে ফ্লাভোনয়েডস'' সাহায্য করে। লাল খাবারে ''কুয়ার্সিটিন'' নামক ফ্লাভোনয়েড পাওয়া যায়। এটি অ্যালার্জি এবং অ্যাজমার সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। ভিটামিনের উতস: লাল রংয়ের খাবার ভিটামিন ''এ'' এবং ''সি''তে ভরপুর, যা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, হৃদরোগ এমনকি আর্থাইটিস রোগের ঝুঁকি কমায়। এই সকল ভিটামিন স্বাস্থ্যকর ত্বক, চুল এবং নখের জন্য গুরুত্বপুর্ণ।ইলেক্ট্রোলাইট শরীরের অত্যাবশ্যকীয় কাজ করার জন্য দেহ কোষকে সক্রিয় থাকতে হয়। আর এই কোষকে সক্রিয় রাখতে ইলেক্ট্রোলাইট গুরুত্বপুর্ণ। লাল খাবার পটাশিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামে ভালো উতস। এসব উপাদান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। লাল খাবারগুলো: চেরি, লাল-আপেল, টমেটো, কাঁচাপেঁয়াজ, স্ট্রবেরি, পাম, লাল-লঙ্কা, ডালিম,লাল-ক্যাপ্সিকাম, লাল-মটরশুঁটি, তরমুজ এবং লাল-বাঁধাকপি খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে দেহে উপরের উপাদানগুলোর অভাব পূর্ণ হবে।

রাগ নয়, যুক্তিতেই লক্ষ্যভেদ

রাগ মানুষের আবেগের অন্যতম এক স্বতস্ফূর্ত উপাদান। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের এই অনুভূতিটি সবল। তবে অনেক সময় রাগ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। যা ব্যক্তির জীবন ও বিভিন্ন সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকারক।

রাগ কী

রাগ এক প্রকার আবেগীয় বহিঃপ্রকাশ যা ব্যক্তির মনের অসহনীয় অবস্থা বা বিরক্তিবোধ থেকে উৎপত্তি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন কোনো ব্যক্তি রেগে যান তখন তার দেহে অ্যাড্রিনালিন ও নর অ্যাড্রিনালিন হরমোন নিঃসৃত হয়। একইসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি ও রক্তচাপ বেড়ে যায়।

রাগ ও ক্ষোভ এক নয়

রাগ ও ক্ষোভ দু'টো এক নয়। তৎক্ষণাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সাময়িক বহিঃপ্রকাশ হলো রাগ। এর সময়কাল স্বল্পকালীন।

অঙ্ক ও ভাষা শেখাবে রোবট

রোবট দিয়ে সাধারণত সূক্ষ্ম বা ঝুঁকিপূর্ণ বেশি করানো হয়। কিন্তু হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াস ও ওভোটরা এদিক দিয়ে একটু ব্যতিক্রম। তারা এখন বাচ্চাদের স্কুলে অঙ্ক ও ভাষা শিক্ষার ক্লাস নেয়।

ক্লাস নেয়ারসময় একাধিকবার একই জিনিস আওড়াতে তাদের কোনো বিরক্তি নেই। তাই কেউ বারবার একই প্রশ্ন করলেও তাকে বিব্রত হতে হয় না। পাইলট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চারটি রোবট ফিন্যালেন্ডর দক্ষিণাঞ্চলের ট্যাম্পার সিটির একটি প্রাইমারি স্কুলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভাষা শেখানোর মেশিনকে হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াসে পরিণত করে চালানো হচ্ছে ভাষা শিক্ষার ক্লাস।

এক ফুট উচ্চতার এ রোবটটি চালানো হয় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। রোববটি ২৩ টি ভাষা বুঝতে

পারে।শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের একঘেয়েমি দূর করতে সে গ্যাংনাম স্টাইলে নাচতেও পারে। এতে এমন একটি সফটওয়্যার আছে, যা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বুঝতে সাহায্য করে এবং শিখতে উৎসাহ দেয়। আপাতত রোবটটি শুধু ইংরেজি, ফিনিশ ও জার্মান ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারছে। রোবটটি মানুষের দক্ষতাগুলো চিনতে পারে এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্ন সাজিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সমস্যাগুলো সম্পর্কেও রোবটটি শিক্ষকদের তথ্য দিতে পারে। অঙ্কের রোবটটির নাম ওভোট। এর উচ্চতা ১০ ইঞ্চি।

নীল রঙের প্যাচারমতো দেখতে এ রোবট তৈরি করেছে ফিনিশ এআই রোবটস। মোট তিনটি ও ভোট আগামী এক বছরের জন্য স্কুলটিতে অঙ্ক শেখাবে। অনেক শিক্ষকরাই রোবটটিকে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখার একটি পদ্দতি হিসেবে দেখছেন। রিকা কলুনসারকা নামে এক শিক্ষিকা বলেন, এলিয়াস, রোবটটি ক্লাসরুমে ভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার একটি মাধ্যম। ক্লাসরুমে রোবটের ব্যবহার এবারই প্রথম নয়।

মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোয়ও সম্প্রতি রোবটের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। তবে মানুষের চেয়ে দক্ষতা বেশি থাকলেও ক্লাসরুমের শৃঙ্খলা রক্ষা করার বিষয়ে তারা পিছিয়ে আছে। তাই আশা করা হচ্ছে, পরীক্ষামূলকভাবে সামান্য পরিসরে রোবটের ব্যবহার শুরু হলেও শিক্ষকদের চাকরি নিরাপদই থাকবে।

অ্যাকশান ভিত্তিক ছবির জন্য হৃত্বিক পেলেন ৪৮ কোটি টাকা?

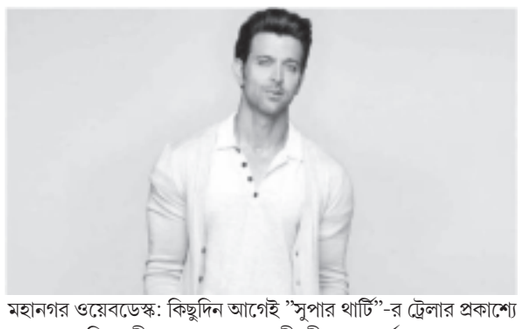

মহানগর ওয়েবডেস্ক: কিছুদিন আগেই ''সুপার থার্টি''-র ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে। গণিতজ্ঞবীদ আনন্দ কুমারের জীবনীকে বড়পর্দায় তুলে ধরেছেন হৃত্বিক রোশন। ছবিতে তাঁর লুক নিয়েও চর্চা হচ্ছে বেশ। পাশাপাশি বলিউডের তারকারাও হৃত্বিকের অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। স্বয়ং আনন্দ কুমার তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে টুইটারে একটি পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, আমরা সপরিবারে বসে এই ট্রেলারটি দেখেছি। আমার পরিবারের চোখে জল চলে এসেছে। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে ''সুপার থার্টি''-র পাশপাশি অভিনেতাকে দেখা যাবে যশ রাজের পরবর্তী অ্যাকশনভিত্তিক ছবিতে। যেখানে হৃত্বিক ছাড়াও রয়েছেন টাইগার শ্রফ এবং বানি কাপুর। তবে শোনা যাচ্ছে, এই ছবির জন্য হৃত্বিককে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।সূত্রের খবর, অভিনেতাকে ইতিমধ্যেই ৪৮ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিটি অ্যাকশন ভিত্তিক হতে চলেছে। ছুটির দিনেই ছবি মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছে। তবে শুধু হৃত্বিক নয়, এর আগে বহু অভিনেতাদের কয়েক কোটি টাকার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। সলমান থেকে শাহরুখ এবং অক্ষয়, অন্যদিকে রণবীর কাপুরদেরও নাম এই তালিকায় রয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রযোজকরা এই বিষয়ে কোনও আপত্তি জানাননি। তাঁদের বিশ্বাস হৃত্বিক এই কাজটি করতে পারবেন। কারণ অভিনেতার প্রত্যেকটা ছবি ভালো ব্যবসা করে।জানা গিয়েছে, এই ছবির জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ছবিটি বলিউডের অনান্য অ্যাকশন ছবিগুলোর থেকে একেবারেই আলাদা। তবে এই প্রথমবার দর্শকেরা হৃত্বিক এবং টাইগারকে একসঙ্গে দেখতে চলেছেন। এক সাক্ষাতকারে

মঙ্গলবার ট্রেন স্টেশন লঘু উদ্যোগ বিভাগের উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

বন্যায় বিপর্যস্ত বিহারে মৃত্যুমিছিল অব্যাহত : মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪০

পাটনা, ১ অক্টোবর (হি.স.): সপ্তাহব্যাপী টানা বৃষ্টিতে ভাসছে বিহারের বিভিন্ন প্রান্তউ প্রবল বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিহারে এখনও পর্যন্ত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছেউ আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৯ জনউ বন্যা-কবলিত বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র ২২টি টিম মোতায়েন করা হয়েছেউ ওই ২২টি এনডিআরএফ টিমের মধ্যে শুধুমাত্র পাটনাতেই মোতায়েন রয়েছে ৬টি টিমউ বন্যা-কবলিত এলাকায় উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারতীয় বায়ুসেনার দু'টি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছেউ ইতিমধ্যেই বন্যা পরিস্থিতি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবাউ

বিহার প্রশাসন সূত্রের খবর, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বন্যা কবলিত এলাকায় পানীয় জল ও খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছেউ বিদ্যুৎ পরিষেবাও স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চলছেউ পাটনার রাজেন্দ্র নগর এলাকা এখনও জলের তলায়উ জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র কম্যান্ডান্ট বিজয় সিনহা জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ৬০০০-৭০০০ মানুষকে নিরাপদ স্থানে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছেউ বন্যা দুর্গতদের কাছে খাবার ও পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছেউ' পাটনার শ্রী কৃষ্ণ মেমোরিয়াল হল-এ ত্রাণ সামগ্রী প্যাকেট করার পর বন্যা দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছেউ বন্যায় বিপর্যস্ত বিহারের লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাউ বিহারের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় বিহারে এখনও পর্যন্ত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছেউ আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৯ জন

সিনেমা হলের টক্করে এবার মুখোমুখি প্রসেনজিৎ,দেব,কোয়েল,পরমব্রত

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.) : এবার পুজো জমজমাট উ কারণ এবার পুজোয় শুধু ঠাকুর দেখা নয়, ঠাকুর দেখার পাশাপাশি এবার সিনেমা হলও হয়ে উঠবে জমজমাট উ কারণ আগামীকাল চতুর্থীর দিন মুক্তি পাচ্ছে এক গুচ্ছ বাংলা সিনেমা উ এবার সিনেমা হলে সিনেমার টক্করে মুখোমুখি প্রসেনজিৎ, দেব, কোয়েল, পরমব্রত উ আগামীকাল ২ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'গুমনামী' উ অন্যদিকে আবার দেব অভিনীত ও প্রোযোজিত পাসওয়ার্ড উ আগামীকালই আবার মুক্তি পাচ্ছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস অবলম্বনে অরিন্দম সিল পরিচালিত কোয়েল মল্লিক অভিনীত 'মিতিন মাসি' উ তাছাড়াও ওই দিনই মুক্তি পাচ্ছে সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ' উ তাই বলা যেতে পারে তৃতীয়ার সিনেমা হলের টক্করে হাজির হবেন টলিপাড়ার অভিনেতা অভিনেত্রীরাই উ

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'গুমনামী' ছবিটি গল্প বলবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে উ প্রসেনজিৎ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও তনুশ্রী চক্রবর্তী।অন্যদিকে, দেব অভিনীত ও প্রোযোজিত পাসওয়ার্ড ছবির গল্প এগোবে সাইবার ক্রাইমকে কেন্দ্র করে উ ছবিতে দেব ছাড়াও দেখা যাবে পাওলি দাম, দেব, রুক্মিণী মৈত্র, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও আদ্রিত রায়কেউকোয়েল মল্লিক অভিনীত 'মিতিন মাসি'-র গল্প মূলত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস অবলম্বনেই এগোবে ।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র মিতি মাসি সবারই প্রিয় উ অন্যদিকে সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ' ছবিতে প্রথমবার ব্যোমকেশের ভূমিকায় দেখা যাবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। আর অজিতের ভূমিকায় দদেখা যাবে রুদ্রনীল ঘোষকে।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা হাইকোর্টে তিনটি সফওয়ারের উদ্বোধনে করেন বিচারকরা। ছবি- নিজস্ব।

উপত্যকায় ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, গান্ডেরবালে এনকাউন্টারে খতম দু'জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১ অক্টোবর (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু'জন সন্ত্রাসবাদীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীরা কোন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদউ

গত ২৮ সেপ্টেম্বর এক দিনে জম্মু ও কাশ্মীরের তিন জায়গায় হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরাউ সেনার সংঘর্ষে ওই দিনই খতম হয়েছিল তিনজন সন্ত্রাসবাদীউ নিহত হন একজন সেনা জওয়ানউ তিনজন সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর উপত্যকার গান্ডেরবালে খতম হয়েছিল একজন সন্ত্রাসবাদীউ গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে গুলির লড়াই চলতে থাকেউ অবশেষে মঙ্গলবার সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু'জন সন্ত্রাসবাদীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছেউ

প্রসঙ্গত, গত ২৮ সেপ্টেম্বর এক দিনে জম্মু ও কাশ্মীরের তিন জায়গায় হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরাউ প্রথম ঘটনা ছিল জম্মুর রামবন জেলার বাটোটে এলাকা। দ্বিতীয় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছিল উপত্যকার গান্ডেরবালে।তৃতীয় ঘটনা শ্রীনগরের শহরতলি এলাকার।

ডিভিসির জন্যই মালদা, মুর্শিদাবাদ ও হাওড়ায় বন্যা পরিস্থিতি: মমতা

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স): ডিভিসি জল ছাড়ার কারণেই মালদা, মুর্শিদাবাদ ও হাওড়া জেলার কিছু অংশে বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মঙ্গলবার নবান্নে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, 'এই অবস্থা কী করে সামাল দেওয়া যায়, তা আলোচনা করার জন্য এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য একটি মনিটরিং টিমও তৈরি করা হয়েছে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলা অনেকটা নৌকার মতো। নেপালে বৃষ্টি হলে, ভুটানে বৃষ্টি হলে, ঝাড়খণ্ডে বেশি বৃষ্টি হলে, সব জল এখানে চলে আসে। আমাদের এখানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো জল নিকাশির ব্যবস্থা করে না, ফলে ভুগতে হয় আমাদের। বন্যা নিয়ে একটা মনিটরিং কমিটি তৈরি করা হয়েছে। যারা রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখবে। যেখানে সব দফতরের প্রতিনিধিরা থাকবেন। মন্ত্রীদের এলাকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তারা সেই মত এলাকায় নজর রাখবেন।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যে বেশি বৃষ্টির জন্য বন্যা হয় এমনটা নয়। কিন্তু অন্য রাজ্যের অতিবৃষ্টি এবং তার জেরে বেশি বৃষ্টির জল ছাড়ার কারণেই এখানে বন্যা হয়। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এনআরসির প্রসঙ্গও ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, এনআরসি নিয়ে অহেতুক ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ বিষয়ে কোনও তথ্য বা নির্দেশ এখনও আসেনি। ফলে এ নিয়ে কোথাও কোনও প্যানিক না করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

৩৭০ বাতিল নিয়ে একগুচ্ছ আবেদন : কেন্দ্রকে ৪ সপ্তাহ সময় দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.): সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল নিয়ে একগুচ্ছ আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টেউ ১ অক্টোবর, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে সেই সমস্ত আবেদনের শুনানির সময়, শীর্ষ আদালতের কাছে সময় চাইল কেন্দ্রীয় সরকারউ কেন্দ্রকে ৪ সপ্তাহ সময়ও দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতউ সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জমা পড়া একগুচ্ছ আবেদনের প্রেক্ষিতে জবাব দিতে হবে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্য্যাদা লোপ করে দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ আবেদন জমা পড়েছে সর্বোচ্চ আদালতেউ আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন আইনজীবী এম এল শর্মা, আইনজীবী শাকির সাবির, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন স্পিকার মহম্মদ আকবর লোন ও হাসনাইন মাসুদি প্রমুখউ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে সেই সমস্ত আবেদনের শুনানির সময়, শীর্ষ আদালতের কাছে সময় চান অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপালউ আবেদন মঞ্জুর করেছে সর্বোচ্চ আদালতউ কেন্দ্রকে ৪ সপ্তাহ সময় প্রদান করেছে শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ।

মেটালি ব্লকে অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মেটেলি, ১ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটালি ব্লকের চা বাগানের হাসপতাল চত্বর থেকে অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা।

এদিন চা বাগানের হাসপাতালের চত্বর থেকে উদ্ধার হল একটি অজগর। মঙ্গলবার দুপুরে মেটেলি ব্লকের বড়োদিঘি চা বাগান হাসপাতাল চত্বর থেকে অজগরটিকে উদ্ধার করা হয়। এদিন বাগানের শ্রমিকরা হাসপাতালে সাফাইয়ের কাজ করছিলেন। সেই সময় অজগরটি দেখতে পান তারা। খবর দেওয়া হয় বড়োদিঘি বিট অফিসে। বনকর্মীরা সেখানে গিয়ে অজগরটিকে উদ্ধার করে।

প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় বিপর্যস্ত বিহারে মৃত্যুমিছিল অব্যাহত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪০

পাটনা, ১ অক্টোবর (হি.স.): সপ্তাহব্যাপী টানা বৃষ্টিতে ভাসছে বিহারের বিভিন্ন প্রান্তউ প্রবল বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিহারে এখনও পর্যন্ত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছেউ আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৯ জনউ বন্যা-কবলিত বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র ২২টি টিম মোতায়েন করা হয়েছেউ ওই ২২টি এনডিআরএফ টিমের মধ্যে শুধুমাত্র পাটনাতেই মোতায়েন রয়েছে ৬টি টিমউ বন্যা-কবলিত এলাকায় উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারতীয় বায়ুসেনার দু'টি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছেউ ইতিমধ্যেই বন্যা পরিস্থিতি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবাউ

বিহার প্রশাসন সূত্রের খবর, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বন্যা কবলিত এলাকায় পানীয় জল ও খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছেউ বিদ্যুৎ পরিষেবাও স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চলছেউ পাটনার রাজেন্দ্র নগর এলাকা এখনও জলের তলায়উ জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র কম্যান্ডান্ট বিজয় সিনহা জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ৬০০০-৭০০০ মানুষকে নিরাপদ স্থানে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছেউ বন্যা দুর্গতদের কাছে খাবার ও পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছেউ' পাটনার শ্রী কৃষ্ণ মেমোরিয়াল হল-এ ত্রাণ সামগ্রী প্যাকেট করার পর বন্যা দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছেউ বন্যায় বিপর্যস্ত বিহারের লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাউ বিহারের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় বিহারে এখনও পর্যন্ত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছেউ আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৯ জনউ

মঙ্গলবার ত্রিপুরা স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি লিমিটেডের কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

শোণিতপুরের নয়া জেলাশাসক মানবেন্দ্রপ্রতাপ সিং

তেজপুর (অসম), ১ অক্টোবর (হি.স.) : মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার নতুন জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ২০১২ ব্যাচের তরুণ আইএএস মানবেন্দ্র প্রতাপ সিং। জেলাশাসক দফতরের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিদায়ী আইএএস নরসিং পাওয়ারের হাত থেকে মানবেন্দ্র প্রতাপ সিং তাঁর দায়িত্ব সমঝে নিয়েছেন। আজ তাঁর কার্যালয়ে বসে আসন্ন ২১ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় জেলার রাঙাপাড়া বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, মানবেন্দ্র প্রতাপ সিং এর আগে উজান অসমের অন্তর্গত ধেমাজির জেলাশাসক ছিলেন। এদিকে শোণিতপুরের বিদায়ী জেলাশাসক নরসিং পাওয়ার চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি এখানে যোগদান করেছিলেন।দায়িত্ব নিয়ে আজ তাঁর কার্যালয়ে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের বলেন, গতকাল তিনি শোণিতপুরের জেলাশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জেলার আইন-শৃঙ্খলা, সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য সর্বস্তরের সরকারি আধিকারিক, কর্মচারী এবং সর্বোপরি এখানকার জনতার সম্মিলিত সহায়তা চেয়েছেন তিনি

জম্মুতে বাসের ভেতর থেকে ১৮ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার দুই

জম্মু, ১ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদের বড় ধরণের নাশকতার ছক বানচাল করল নিরাপত্তা। জনবহুল জম্মুর বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে একটি বাস থেকে ১৮ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে দুই ব্যক্তিকে।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে জম্মু বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে একটি বাস থেকে এই ১৮ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাসটি কাঠুয়ার বিলাবর থেকে জম্মুতে ঢোকা মাত্র বাসটিকে ঘিরে ফেলে সেনা জওয়ানরা। বাসজুড়ে তল্লাশি চালানোর পর প্যাকেটে মোড়া ১৮ কিলোগ্রাম বিস্ফোরকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে বিলাবরের এক মহিলা বিস্ফোরকে ভরা প্যাকেটটি বাসের কনডাক্টরকে দিয়ে এটি জম্মুর বাসস্ট্যাণ্ডে এক ব্যক্তিকে দিতে বলেন। এই ঘটনার জেরে বাসের কনডাক্টর ও চালককে সেনা জওয়ানরা আটক করে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপের হাতে তুলে দেয়। মনে করা হচ্ছে বড় ধরণের নাশকতা চালানোর জন্য এই বিস্ফোরক জম্মুতে আনা হয়েছিল। এই ঘটনার জেরে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কলকাতায় এলেন অমিত শাহ, দিনভার ঠাসা কর্মসূচি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতায় এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিক সংশোধনী আইন'-জনজাগরণ সভায় মঙ্গলবার বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ জাতীয় নাগরিক পঞ্জি নিয়ে এই মুহূর্তে যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষজনউ এমতাবস্থায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মঞ্চ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সে দিকেই তাঁকিয়ে বঙ্গবাসীউ

এদিন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিতে চলেছেন রাজারহাট-নিউটাউনের তৃণমূল বিধায়ক তথা বিধানগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তউ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অমিত শাহের সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেবেন সব্যসাচী দত্তউ

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিক সংশোধনী আইন'-জনজাগরণ সভা শেষে সন্ধ্যায় সল্টলেকে দুর্গা পুজোর উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ

রাজস্থানে বাসের পেছনে জিপের ধাক্কা, নিহত পাঁচ

দৌসা(রাজস্থান), ১ অক্টোবর (হি.স.) : দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীবোঝাই বাসের পেছনে সজোরে ধাক্কা জিপের। নিহত পাঁচ। পাশাপাশি গুরুতর জখম ১৩। মঙ্গলবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি রাজস্থানের দৌসা জেলার মেহেন্দিপুরে অবস্থিত বালাজি মোড়ে এই দুর্ঘটনাটি হয়। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে।

খবর দেওয়া হয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদেরকে জয়পুরে রেফার করে দেওয়া হয়েছে। টেরেক্স শ্রেণীর এই জিপের থাকা প্রত্যেককেই হরিদ্বার থেকে পালি জেলার দিকে ফিরছিল। জিপটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। কি কারণে এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দীঘা মোহনায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দীঘা , ১ অক্টোবর (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘার লাইকানি গঙ্গা মন্দির কাছে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির এক মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার সময় ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে মোহনা থানার পুলিশ। এখন মৃতদেহের কোন পরিচয় জানা যাইনি। মোহনা থানার ওসি সঞ্জয় মাইতি বলেন স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে দেখতে পেয়ে থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। উদ্ধার করে মৃতদেহটি কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এলাকাবাসীরা বলেন হয়তো সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিলেন। তবে মহানা পুলিশ মৃতদেহ পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। যদিও তার শরীরে কোনো ক্ষত চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

৩ অক্টোবর মনোনয়নপত্র জমা দেবেন আদিত্য ঠাকরে

মুম্বই ১ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ৩ অক্টোবর মনোনয়নপত্র জমা দেবেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ঠাকরে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিনি মহারাষ্ট্রের ওরলি থেকে নির্বাচনে লড়বেন ঊ উল্লেখে, পাঁচ দশকের ইতিহাসে প্রথমবার সরাসরি নির্বাচনী ময়দানে ঠাকরে পরিবার ঊ

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচেন ওরলি থেকে লড়বেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ঠাকরে। আগামী ৩ অক্টোবর মনোনয়ন জমা দেবেন আদিত্য ঊ আর আগে মঙ্গলবার তাঁর হাতে দলের "এ বি ফর্ম" তুলে দেন শিবসেনা সুপ্রিমো তথা তাঁর পিতা উদ্ধব ঠাকরে। উল্লেখে, পাঁচ দশকের ইতিহাসে প্রথমবার সরাসরি নির্বাচনী ময়দানে ঠাকরে পরিবার ঊ ওই আসনের এমসিপি নেতা শচিন আহির কিছুদিন আগেই যোগ দিয়েছে শিবসেনায়। যার ফলে ওরলিতে আদিত্যর জয় নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে।

১৯৬৬ সালে শিবসেনা তৈরি করেন বাল ঠাকরে। সেই থেকে এতদিন পর্যন্ত ঠাকরে পরিবারের কোনও সদস্য নির্বাচনে অংশ নেননি। পাঁচ দশকের ইতিহাসে প্রথমবার সরাসরি নির্বাচনী ময়দানে ঠাকরে পরিবার ঊ আসন্ন বিধান সভা নির্বাচেন ওরলি থেকে লড়বেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ঠাকরে। ওই আসনের এমসিপি নেতা শচিন আহির কিছুদিন আগেই যোগ দিয়েছে শিবসেনায়। যার ফলে ওরলিতে আদিত্যর জয় নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। ঠাকরের পরিবারের সদস্যরা শুধু নির্বাচনে লড়াই করেননি এমনটা নয়,কোনও সাংবিধানিক পদেও কাজ করতে দেখা যায় নি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের। তাই আদিত্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঠাকরে পরিবার। যদি আদিত্য জয়ী হয়ে সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন প্রথম ঠাকরে পরিবারের সদস্য নির্বাচনে লড়াই করবেন তেমনি প্রথমবারেই বাজিমাত করে ইতিহাস গড়ার পাশাপাশি সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব সামলাবেন আদিত্য।

উল্লেখ্য, আগামী ২১ অক্টোবর হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে হবে বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে ফের জোট বেঁধে ময়দানে নেমেছে বিজেপি ও শিবসেনা। সূত্রের খবর, দুই দলের মধ্যে আসন সমঝোতা শেষ হয়েছে। এবার ১৬৪ আসনে লড়তে চলেছে বিজেপি। শিবসেনা লড়বে ১২৪ আসনে। যদিও এখন দুদলের তরফ থেকে আসন বন্টন নিয়ে কোনওকিছুই ঘোষণা করা হয়নি।

অমিত শাহকে কালো পতাকা দেখাতে গিয়ে গ্রেফতার ১৬ সিপিএম কর্মী

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কালো পতাকা দেখাতে গিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে কৈখালি মোড়ে গ্রেফতার হলেন সিপিএমের ১৬ জন নেতা ও কর্মী। কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এদিন ছিল অমিত শাহের সভা।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ভিআইপি রোড ধরে ধর্মতলার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আসার কথা ছিল অমিত শাহের। বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যাত্রাকে সুগম করতে এদিন সব জায়গায় ছিল বাড়তি পুলিশ। এরইমধ্যে ভিআইপি রোডের কৈখালি মোড়ে 'নো এনআরসি', 'গো ব্যাক অমিত শাহ' প্লাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাবার চেষ্টা করেন সিপিএম কর্মীরা। কিন্তু ওই বিক্ষোভ করার সুযোগ দেয়নি পুলিশ।

কৈখালিতে সিপিএমের সদস্যরা জমা হতেই পুলিশ তাঁদের সেখানে অবস্থান সরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু তারা রাস্তা থেকে না সরে গ্রেফতার করতে থাকে বাগুইআটি থানার পুলিশ। ১৬জনকে এদিন গ্রেফতার করা হয়।

উদযাপিত

আটের পাতার পর

সচেতনও করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে দপ্তরের অধিকর্তা ঘু'সনোবার বলেন, প্রবীণদের কাজের অভি'তাকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নবীন ও প্রবীণের মেলবন্ধনে গড়ে উঠবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যুগ্ম-অধিকর্তা সুভাশিষ বন্দোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন পেনশনার্স সংগঠন, ব'দ্ধাশ্রমের আবাসিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পরিবারতন্ত্রের গ্রাসে চলে গিয়েছে কংগ্রেস : যোগী আদিত্যনাথ

কার্নাল(হরিয়ানা), ১ অক্টোবর (হি.স.) : কংগ্রেসের কোনও জনসভায় ভারত মায়ের নামে কোনও জয়ধ্বনি শোনা যায় না। কারণ পরিবারতন্ত্র এবং বংশবাদের গ্রাসে চলে গিয়েছে। কংগ্রেস শুধুমাত্র একটি পরিবারের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে থাকে। সোমবার হরিয়ানার কার্নালের নির্বাচনী জনসভায় এমনই জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, হরিয়ানায় নিজেদের শাসনকালে পরিবারতন্ত্র, বংশবাদ এবং জাতপাতের নামে রাজনীতি করেছে কংগ্রেস। মোটা কমিশন দিতে হবে বলে তখন রাজ্যে বিনিয়োগ করতেও ভয় পেত শিল্পপতিরা। সেই পরিবারতন্ত্রকে খতম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। হরিয়ানভি এক হরিয়ানা একের স্লোগান দিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন নতুন শিখরে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। স্বাধীনতার পর হরিয়ানা যে পরিচয় পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল সেই পরিচয় দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। দুর্নীতি, পিসি-ভাইপোবাদকে খতম করে গোটা বিশ্ব মাঝে হরিয়ানাকে নতুন পরিচয় দিয়েছেন তিনি। যোগী আদিত্যনাথ আরও জানিয়েছেন, বিজেপি যা বলে, তা করে দেখায়। বহু দশক ধরে দেশে দুই বিধান, দুই নিশানে চলছিল। কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে তা থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দিয়েছে। মুসলমানকে সম্মান দিয়ে তাৎক্ষণিক তিন তালাককে খতম করা হয়েছিল। ভারতের শক্তি এখন গোটা বিশ্ব অনুভব করতে পারছে। আজ গোটা বিশ্বে মহাশক্তিধর দেশের হিসেবে নিজে পরিচয় তৈরি করেছে ভারত।

মেট্রো কর্তৃপক্ষকে বাড়ি ভাঙতে বাধা বউবাজারের ব্যবসায়ীদের

কলকাতা,১ অক্টোবর (হি.স.):বউবাজারে দুর্গা পিতুরি লেনে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে বাড়ি ভাঙার কাজে বাঁধা ব্যবসায়ীদের ঊ নায্য দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ মঙ্গলবার বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল স্বর্ণ ব্যবসায়ী সংগঠন ও আনান্য ব্যবসায়ীরাঊ

স্বর্ণ ব্যবসায়ী সংগঠন ও আনান্য ব্যবসায়ীরাদের অভিযোগ মেট্রো কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোনও রকম ক্ষতিপুরন বা পুনর্বাসন দেওয়া হয়নিঊ এমনকি মেট্রো কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে গেলেও কথা বলতে পারেননি বলেই অভিযোগ ব্যবসায়ীরাদের ঊ ব্যবসায়ীদের আরও অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের সাথে মেট্রো কর্তৃপক্ষের বৈঠক হলেও সমাধান সূত্র এখনও অধরা।

অগ্রাধিকার দিয়েছে

আটের পাতার পর

সরকার দুগ্দ এবং ডিম উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পর্ণ করে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে গিয়ে রাজ্যকে সবদিক থেকে স্বয়ংসম্পর্ণ হতে হবে। রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। যে সমস্ত প্রাণী পালকরা গাভী পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের দেখে রাজ্যে অন্যান্য প্রাণী পালকরাও অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাণী পালনে উৎসাহী হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। রাজ্যে ছাগল, পোল্টী, শূকর ইত্যাদি পালনে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নও করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী সান্তনা চাকমা উল্লেখ করেন। গরীব অংশের মানুষ যাতে স্বনির্ভর হতে পারে সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক ক'ষ্ণধন দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান আর কে মাথুর, রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সদস্য ড় বি কে যোশী, রেশমী ভার্মা এবং ড় এস আয়াপ্পান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিশেষ সচিব সৈলেন্দ্র সিং। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ডেয়ারী শিল্পের সাথে যুক্ত সংস্থা এবং বিভিন্ন ব্যাংক এর প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

যাচ্ছে সিবিআই

আটের পাতার পর

রায়ে উল্লেখ করেছেন দুই বিচারপতি।

মঙ্গলবার এই আগাম জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আদালতের তরফে জানাল হয়েছে, হেফাজতে নিয়ে রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধানকে জেরা করার প্রয়োজন নেই ।এমনকী বেশ কয়েকটি শর্তও দিয়েছেন বিচারপতি শহিদুল্লা মুন্সি । তিনি জানান, সিবিআইয়ের তলবে হাজিরা দিতে হবে রাজীব কুমারকে । সেক্ষেত্রে তলবের ৪৮ ঘন্টা আগে নোটিশ দিতে হবে সিবিআইকে । দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার । এই রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারবে সিবিআই ।

গত কয়েকদিন ধরেই 'ইন ক্যামেরা' বা বন্ধ ঘরে চলে শুনানি। বিচারপতি শহিদুল্লা মুন্সি ও বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে প্রথম থেকেই সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এরআগে, অভিযুক্ত আইপিএসের তরফে তাঁর আইনজীবী সিবিআইয়ের যুক্তির বিরোধিতা করেন। সোমবার, রাজীব কুমারের আগাম জামিনের বিরোধিতা করা হয় সিবিআইয়ের তরফে। জানা গেছে, সিবিআইয়ের যুক্তিতে সন্তুষ্ট নন হাইকোর্টের বিচারপতিরা। আদালত সূত্রে খবর, এদিন রাজীবের আগাম জামিনের বিরোধিতা করে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার একাধিক কারণ দর্শান সিবিআইয়ের আইনজীবী ওয়াই জেড দস্তুর । তিনি জানান, শিলংয়ে জেরার সময় একাধিক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন এই দুঁদে আইপিএস অফিসার । গ্রেফতার হবেন না জেনে, সিবিআইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি তিনি । এরপর একাধিকবার তলব করা হলেও হাজিরা দেননি । এছাড়া, সারদাকাণ্ডের তদন্তে গঠিত রাজ্য সরকারের সিটের সঙ্গে যুক্ত থাকা অনেক অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও রাজীব কুমার সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছে সিবিআই । সিবিআইয়ের আইনজীবী সওয়ালের সময় জানিয়ে ছিলেন, রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জেরার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তাঁকে ৮ বার তলব করা হলে মাত্র দু'দিন তিনি হাজিরা দিয়েছিলেন। তাও হাইকোর্টের রক্ষাকবচ থাকার সময়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তিনি শিলং-এ গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে প্রায় ৪০ ঘন্টা জেরা করা হয়েছিল। কিন্তু রক্ষাকবচ উঠে যাওয়ার পর, তিনি হাজিরা দেননি। তাঁকে নোটিশ দেওয়া হলেও, হাজিরা না দিয়ে পালাতক ছিলেন।

কলকাতা হাইকোর্টই রাজীব কুমারের উপর থেকে আইনি রক্ষাকবচ সরিয়ে নিয়েছিল। এরপর রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাজিরা না দিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন। তারপর গত ১৭ দিন ধরে আদালতে আদালতে ঘুরেছেন রাজীব কুমার। প্রথমে বারাসত সিবিআই কোর্টে। সেখানে এক্তিয়ারের প্রশ্ন ওঠায় রাজীব কুমারের আবেদন গৃহীতই হয়নি। তারপর বারাসত জজ কোর্ট। জেলা জজ জানিয়ে দেন, সারদার মূল মামলা যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়, তাই উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা আদালত এর শুনানি করতে পারে না। তাঁকে আবেদন করতে হলে, তা করতে হবে আলিপুর আদালতে। আলিপুর আদালতে যান বর্তমান এডিজি সিআইডি। আলিপুর আদালত রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। তার পরই গত সোমবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁর স্ত্রী সঙ্ঘিতা কুমার। বুধবার এই মামলার প্রথম শুনানি শুরু হয়। শুক্রবারও এক দফা শুনানি হয় । সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানি শেষ হয়। তবে ওই দিন রায়দান স্থগিত রাখে ডিভিশন বেঞ্চ। এরআগে গত তিনদিন ধরে রাজীব কুমারের আগাম জামিনের শুনানি চলছিল আদালতে। সোমবার সকালেও রুদ্ধদ্বার কক্ষে, শুনানি শুরু হয়। সেখানে সিবিআইয়ের আইনজীবীরা তাঁর জামিনের বিরোধিতা করলেও সোমবারই রায় ঘোষণা হয়ে যাবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু রায়দান স্থগিত করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার সেই রায় দেন বিচারপতি শহিদুল্লা মুন্সি ও বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্ত।

বন্যা-দুর্গদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

পাটনা, ১ অক্টোবর (হি.স.): প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় বিপর্যস্ত বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিহারে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যায় প্রাণহানি ও বন্যা-দুর্গতদের জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। বন্যা-দুর্গতদের মাঝে গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী এবং খাবারের প্যাকেট তুলে দিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। একইসঙ্গে প্রবীণ বিজেপি নেতা জানালেন, বন্যা-দুর্গদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্যঊ

মঙ্গলবার পাটনার বিন্দ দোলায় বন্যা-দুর্গতদের মাঝে গিয়ে ত্রাণসামগ্রী এবং খাবারের প্যাকেট তুলে দেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। এর আগে সোমবার রাজেন্দ্রনগর, কঙ্করবাদে বন্যার জলে আটকে থাকা দুর্গতদের মাঝে গিয়ে মোমবাতি, দেশলাই, পানীয় জল, খাবারের সামগ্রী তুলে দেন তিনি। পাটনার কুর্জি মোড়ের কাছে বিন্দ দোলা এলাকা পুরোপুরি জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গৃহহীন, অসহায় মানুষদের মাঝে গিয়ে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা পাউরুটি, বিস্কুট, পানীয় জল, মোমবাতি, দেশলাই বিতরণ করে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছেনঊ এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বন্যা-দুর্গদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এসআইএস-এর বহুকর্মীদেরও ত্রাণ বিতরণের কাজে লাগানো হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ত্রাণ সামগ্রী বন্টন চালিয়ে যাওয়া হবে। বন্যা-দুর্গতদের জন্য সব সময় তৎপর রয়েছেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। এর আগেও উনি ত্রাণ সামগ্রী বিহারের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। এদিন তাঁর সঙ্গে ত্রাণকার্যে ছিলেন সঞ্জয় রায়, রণবীর, এসআইএসের এ কে পাঠক, রাজীব রঞ্জন প্রমুখ।

দীর্ঘদিনের জল্পনার অবসান, অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিলেন সব্যসাচী দত্ত

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.): ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন, অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন রাজারহাট-নিউটাউনের তৃণমূল বিধায়ক তথা বিধানগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তঊ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন সব্যসাচী দত্তঊ এদিন সব্যসাচী দত্তকে উত্তরীয় পরিয়ে গেরুয়া শিবিরে স্বাগত জানান পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ঊ এরপর সব্যসাচীর হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষঊ তারপর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ করমর্দন করে সব্যসাচীকে উত্তরীয় পরিয়ে দেনঊ এদিন গেরুয়া শিবিরে যোগদান করার পরই সব্যসাচী দত্ত জানিয়েছেন, 'আমার কাছে সর্বাগ্রে দেশ, তারপর দল এবং সবশেষে ব্যক্তিঊ'

বরাবরই মুকুল রায় ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন সব্যসাচী দত্তঊ মুকুল রায়ে সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক ছিন্ন হলেও, সব্যসাচী মুকুলকে ছাড়েননিঊ কখনও নিজের বাড়িতে, কখনও নিজের ক্লাবে মুকুলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সব্যসাচী দত্তঊ প্রসঙ্গত, গত ১৮ জুলাই সব্যসাচী নিজেই ইস্তফা দেন বিধাননগরের মেয়র পদ থেকেঊ এরপর তাঁর দলবদলের জল্পনা আরও বাড়েঊ অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন রাজারহাট-নিউটাউনের তৃণমূল বিধায়ক তথা বিধানগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত।

টালা ব্রিজ বন্ধের জেরে চাপ বেড়েছে মেট্রোয়,সংখ্যা বাড়ালো মেট্রোর

কলকাতা,১ অক্টোবর (হি.স.) : টালা ব্রিজ কলকাতা শহরের অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু ঊকিন্তু,এই সেতু বন্ধ থাকার জেরে চরম নাকাল হতে হচ্ছে শহরবাসীকেঊ সময় বাচাতে অনেকেই বেছে নিচ্ছেন মেট্রোর পথঊএরফলে চাপ বেড়েছে মেট্রোয় ঊ তাই যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে আজ মঙ্গলবার থেকে ১০টি ট্রেন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।

পুজো দেখার ভিড়ের পাশাপশি পুজোর কেনাকাটা আফিস ,স্কুল যাত্রী সব রকমের ভিড় রয়েছে এখন শহরতলিতে ঊ কিন্ত এরকম ব্যস্ত সময়ে টালা ব্রিজ বন্ধ থাকায় চরম সমস্যার সম্মুক্ষীন হতে হচ্ছে যাত্রীদেরঊটালা সেতু বন্ধ হওয়ায় অতিরিক্ত ভিড় আছড়ে পড়েছে মেট্রোয় ।তাই,১১১ টি মেট্রো থেকে ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে ১২১ করা হয়েছেঊমেট্রো সুত্রে খবর,দমদমে টিকিট কাটার জন্য লম্বা লাইন পরছেঊতাই বাড়ছে টিকিট কাউন্টারেরব সংখ্যাওঊদমদমে কাউন্টারের সংখ্যা ১১ থেকে বাড়িয়ে ১৪ করা হয়েছে। বেলগাছিয়া এবং নোয়াপাড়াতেও বাড়ানো হয়েছে কাউন্টারের সংখ্যা।

এনআরসি

● প্রথম পাতার পর

করেছেন, দ্বিতীয়বার যাতে তা না ভোগ করতে হয়, তার জন্য প্রথমে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এদেশের নাগরিকদের সমান অধিকারই পাবেন তাঁরা।

অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'আমরা কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মত্যাগকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

শুধুমাত্র ভারত নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ অমিত শাহের কথায়, মমতা দিদি এবং তৃণমূল সরকারকে আমি বলতে চাই, আপনারা যতই চেষ্টা করুন না কেন, শুধুমাত্র ভারত নয়, গোটা বিশ্ব এবং বাংলার মানুষও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে খুশি। আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে মমতাকে খোঁচা দিয়ে শাহ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশের প্রতিটি দরিদ্র মানুষের জন্য ৫ লক্ষ টাকার মেডিক্যাল বিমা নিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু, মমতা দিদি পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র মানুষের কাছে আয়ুষ্মান ভারত পৌঁছতে দিচ্ছেন না।

মিমি

● প্রথম পাতার পর

তিনি অত্যন্ত খুশি। তিনি বলেন, বাধারঘাটবাসী তাঁর ওপর বিরাট দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যাশা পূরণে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তিনি জানান, বাধারঘাট ও রাজ্যের উন্নয়নে তিনি সদা সচেষ্ট থাকবেন।

এদিকে, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা-সহ শিক্ষামন্ত্রী, রাজস্বমন্ত্রী নতুন বিধায়ককে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়ও তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

ত্রিপুরা টাইমসের নিবেদন নজর কাড়া পুজোয় সেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। আসন্ন দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে, রাজ্যের অগ্রণী ইংরেজি দৈনিক ত্রিপুরা টাইমস নিবেদন করছে 'নজর কাড়া পুজোয় সেরা — ২০১৯'। সেরা আয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন ক্লাব ও আবাসনের পূজাকে প্রদান করা হবে শারদ সম্মান। ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। বিজয়ী ক্লাব/ আবাসনগুলির জন্য থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার জিতে নেওয়ার সুযোগ।

এই উদ্যোগে ত্রিপুরা টাইমস''র অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ 'পূজার সেরা সেলফী' প্রতিযোগিতা। এক্ষেত্রেও থাকবে বিশেষ পুরস্কার ।অংশগ্রহণ করার জন্য সপ্তমী এবং অষ্টমীর দিনে সেলফি পাঠাতে হবে হোয়াটস্যাপে (৭৬৩০৯৯৬২৭০)।আকর্ষণীয় পুরস্কারের পাশাপাশি ''সেরা সেলফী'' পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

ত্রিপুরা টাইমস এর উদ্যোগে ''নজর কাড়া পুজোয় সেরা — ২০১৯'' পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আগামী ২রা নভেম্বর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে (হল নং-১) অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বিজয়ী ক্লাব ও আবাসন গুলিকে পুরস্কৃত করা হবে।

গিরিশ পার্কে হীরে চুরির ঘটনায় আরও এক গ্রেফতার

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি. স.) : গিরিশ পার্কে একটি সোনার দোকান থেকে হীরে চুরির ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ।

মাসখানেক আগে এই চুরির পর হুগলি জেলার হরিপালের বেশ কয়েকটি জায়গায় পুলিশ অভিযান চালায়। এর পর শাকিল হোসেন (২৭) নামে এক অভিযুক্তকে পুলিশ ধরে। এই চুরির ঘটনায় এর আগেই আরও এক অভিযুক্ত মান্নান শেখ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ৯৭ টি হীরা-খচিত নেকলেস উদ্ধার করা হয়। আগে কলকাতা পুলিশ জানিয়েছিল মান্নান শেখ যাকে বলাগর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেই ছিল এই কাণ্ডের মূল মাস্টারমাইন্ড। মূলত কলকাতা সোনার দোকান থেকে মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে তা পাচার করত মুম্বাইয়ের জহুরি বাজারে। সেখান থেকেই মোটা টাকা রোজগার করত সে এবং তার দলবল। এই ঘটনায় আরও কয়েক জনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

কলমচৌড়ায় গাঁজা গাছ ধ্বংস

ত্র**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ অক্টোবর।।** গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার কলমচৌড়া থানাধীন হুকিয়ামুড়া এলাকায় প্রচুর গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে ।এই অভিযানে ছিলেন কলমচৌড়া থানার ওসি ভরত দেববর্মা,সিপাহীজলা জেলা শাসক সি কে জমাতিয়া,সোনামুড়া এসডিএম,ফরেস্টার এবং টিএসআর বাহিনী নিয়ে প্রায় ছয় এককর জমিতে লাগানো গাঁজা গাছ কেটে ফেলা হয় ।বন দপ্তরের জায়গাতে অবৈধ ভাবে গাঁজা চাষ করেছিলো বলে জানান বন দপ্তরের আধিকারিক। তাছাড়া কলমচৌড়া থানার ওসি এও জানান তাদের অভিযান আগামি দিনেও জারি থাকবে ।নেশার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে দমনের চেষ্টা করলেও বর্তমানে কি করে গাঁজাচাষের সাহস পায় ? এমনই কথা বলছেন এলাকার বুদ্ধিজীবী মহল ।এতে শাসক দলেরই কোন উৎসাহিদের দিকে আঙ্গুল তুলছেন।

পূজার

● প্রথম পাতার পর

জনের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। সুজিত বলেন, ত্রিপুরায় ট্রেড লাইসেন্স ফি নিয়ে নয়া সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এতে পুরনো পদ্ধতিতেই ট্রেড লাইসেন্সের ফি ধার্য করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নয়া ফি কাঠামোর জন্য ব্যবসায়ীদের ভীষণ সমস্যার মুখে পড়তে হবে, সে-কথাও মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। তিনি আমাদের সমস্যা অনুভব করতে পেরেছেন এবং ফি কাঠামোর নয়া সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সুজিতবাবু জানান, মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন দফতরের সচিবকে দেওয়ালির পর ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে নতুন ফি কাঠামো নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, রাজ্যের আয় এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধা দুটোই চিন্তার মধ্যে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বলেন সুজিত রায়।

এদিকে, পূজার কেনাকাটায় মন্দার জন্য বৃষ্টিকে দায়ী করেছেন অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়। তাঁর দাবি, গত কয়েকদিন ধরে আকাশ গুমোট বেঁধে রয়েছে। ফলে, সারাদিনই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বৃষ্টির জন্য মানুষ বাজারে আসতে পারছেন না। ফলে বিক্রিতে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। এদিন তিনি জানান, মাঝে পূজার কেনাকাটায় বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। জিনিসপত্র বিক্রিও হয়েছে তরতর করে। অবশ্য আর্থিক মন্দাও এই পরিস্থিতির কিছুটা দায়ী বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর কথায়, আর্থিক মন্দার প্রভাব গোটা দেশে পড়েছে। ফলে, ত্রিপুরাও এর প্রভাব থেকে বাদ যায়নি। তবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছে জিনিসপত্র যথেষ্ট মজুত রয়েছে।

সিএমডি

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্প থেকে ৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

এদিন ড় কেলে ত্রিপুরায় নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাব দিয়েছেন। তিনি জানান, ত্রিপুরার গোমতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৪ মেগাওয়াট, বড়মুড়া গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৪১ মেগাওয়াট এবং রুখিয়া গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য ওএনজিসি এবং গেইলের সাথে সমন্বয় বৈঠক করেছে বিদ্যুৎ নিগাম। এদিকে, নিপকো এবং ওটিপিসি চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া, মিজোরাম থেকে অতিরিক্ত ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে, বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন এবং ট্রান্সফরমার সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার বদল করা হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন ড় কেলে। তাঁর দাবি, দুর্গোৎসবে ২৪ ঘন্টা ইলেকট্রিকাল সাবডিভিশন ভিত্তিক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। আরও জানান, ত্রিপুরায় এবারই প্রথম প্রত্যেক মহকুমায় একটি গাড়ি এবং ৫ জন কর্মী রয়েছেন। তাঁরাই বিদ্যুৎ বিভ্রাটে চটজলদি সারাই করবেন। তাঁর কথায়, দুর্গোৎসবে বিদ্যুতের চিন্তা ছেড়ে আনন্দ উপভোগ করুন। বিদ্যুৎ পরিষেবা ১০০ শতাংশ স্বাভাবিক থাকবে, জোর গলায় বলেন তিনি।

দুই

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ালের টাইলস ভেঙে যায়। ওই টাইলসের টুকরো ছিটকে গিয়ে এক ব্যাঙ্ককর্মী টুটন দাস এবং গ্রাহক অজয়কৃষ্ণ পালের শরীরে লাগে। ফলে তাঁরা দুজনই আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে খবর পেয়ে ছুটে যায় পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। কিন্তু অসাবধানতায় বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় পুলিশ এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পশ্চিম আগরতলা থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক বলেন, অসাবধানতায় ওই নিরাপত্তা রক্ষীর বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়েছে। ফলে সমস্ত আইনি দিক খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া গুলিকাণ্ডে থানায় এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি, তাই মামলাও হয়নি। ফলে ঘটনা সম্পর্কে এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়, জানান ওই পুলিশ আধিকারিক।

খেলা

টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট গ্লাভস আবার ঋদ্ধির হাতে

বিশাখাপত্তনম: ঋষভ পন্তে মোহভঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টের। ফলে টিম ইন্ডিয়ার গেমপ্ল্যানে আবার ঋদ্ধিমান সাহা।গত বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে শেষ বার টেস্ট খেলেছিলেন ঋদ্ধিমান। চোটের জন্য তার পর তাঁকে ছিটকে যেতে হয় জাতীয় দলের কক্ষপথ থেকে। মাঝে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে পন্ত টেস্ট দলে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেন। ফলে চোট সারিয়ে দলে ফিরলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে মাঠের বাইরে বসেই কাটাতে হয় ঋদ্ধিকে। অবশেষে সেই প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধেই টেস্ট দলে ফিরতে চলেছেন বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। বিশাখাপত্তনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়া উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন ঋদ্ধি।সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিই ঋদ্ধির দলে ফেরার সার্টিফিকেটে সিলমোহর দিয়ে গেলেন। কোহলি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, স্কোয়াডে থাকলেও ঋষভ পন্ত নন, উইকেটকিপার হিসাবে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরু করবেন ঋদ্ধিমান।কোহলি বলেন, ''সাহা ফিট এবং ও-ই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ শুরু করবে। ওর উইকেটকিপিংয়ের দক্ষতার বিষয় সবার জানা। যখনই সুযোগ পেয়েছে ও ব্যাট হাতেও অবদান রেখেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে চোটের জন্য ওকে দল থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল। আমার মতে ওই এখন বিশ্বের সেরা উইকেটকিপার। এই পরিস্থিতিতে সিরিজের শুরুতে সাহাকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।উইকেটকিপার হিসেবে ঋষভ পন্ত পরিণত না হলেও আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্য জাতীয় দলের প্রথম পছন্দের উইকেটকিপারে পরিণত হয়েছিলেন। তবে সম্প্রতি পান্তের ব্যাটিংও সমালোচকদের নিশানায়। শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টেস্ট সিরিজেই নয়, ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছেন পন্ত।ইতিমধ্যেই টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ইশান কিষান, সঞ্জু স্যামসনদের মতো তরুণ উইকেটকিপারদের একবার জাতীয় দলে ঝালিয়ে নেওয়ার দাবি উঠতে শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। ঘরোয়া ক্রিকেটে দীনেশ কার্তিক দুরন্ত ব্যাটিং করছেন। ফলে সীমিত ওভারের ফর্ম্যাটেও ঋষভের সিংহাসন টলমল। ঋদ্ধিমান সাহা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সফল হলে জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে পন্তের।কোহলি ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে টেস্টে ঋদ্ধিমান সাহা সবসময়ই টিম ম্যানেজমেন্টের প্রথম পছন্দ ছিলেন। তবে চোট সারিয়ে ফিরে আসার পর তাঁকে সরাসরি দলে ঢুকিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলন না তাঁরা। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সাহাকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। তাছাড়া টিম ম্যানেজমেন্ট ঋষভকে আরও একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিল যেহেতু গত মরশুমে ও ব্যাট হাতে দারুণ পারফর্ম করে দেখিয়েছে।

বিরাট রেকর্ডের সামনে কোহলি

বুধবার থেকে বিশাখাপত্তনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে নামছে ভারত।এই সিরিজে নামার আগেই বড় রেকর্ডের সামনে রয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধেই কি এই রেকর্ড করতে পারবেন বিরাট, তা নিয়ে জল্পনা ক্রিকেট বিশ্বে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাটের রান এখন ৪৩২ইনিংসে ২০ হাজার ৭১৯। অর্থাত ২১ হাজার রান থেকে আর মাত্র ২৮১ রান দূরে বিরাট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই তিন ম্যাচের সিরিজে এই রান করতে পারলে তিনিই হবেন প্রথম ব্যাটসম্যান যিনি এত তাড়াতাড়ি এই রান করলেন। এই মুহূর্তে সেই রেকর্ড শচীন তেণ্ডুলকরের কাছে। ৪৭৩ ইনিংসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২১ হাজার রান করেছিলেন শচীন। তারপরেই রয়েছেন ব্রায়ান চার্লস লারা। তিনি ২১ হাজার রান করেছিলেন ৪৮৫ ইনিংসে। অর্থাত শচীনের রেকর্ড ভাঙতে এখনও ৪১ ইনিংস রয়েছে কোহলির হাতে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে ফর্মে তিনি রয়েছেন তাতে তাঁর অনুরাগীরা এই সিরিজেই এই রেকর্ড দেখতে চাইছেন।

বিশাখাপত্তনমে ''বীরু'' হওয়ার অগ্নিপরীক্ষা রোহিতের

ব্যাটিং পজিশন বদলে যাচ্ছে রোহিত শর্মার। বুধবার বিশাখাপত্তনমে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচ। নতুন বলে কাগিসো রাবাডাকে সামলাবেন রোহিত।ব্যাটিং অর্ডারে ''হিটম্যান''-এর জায়গা বদলালেও, খেলার স্টাইলে বিশেষ কোনও পরিবর্তন চান না ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। তিনি চান, রোহিত নিজের সহজাত খেলাই খেলুন। ঠিক যেমন খেলতেন বীরেন্দ্র সহবাগ।সাংবাদিক বৈঠকে রোহিতকে নিয়ে উড়ে আসা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কোহালি ''নজফগড়ের নবাব''-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, ""বিপক্ষের বোলারদের আক্রমণ করার কথা বীরু ভাইকে কি কেউ বলে দিত? লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরি করতে হবে সেটাও বীরু ভাইকে কেউ বলত না। সহজাত খেলাই ও খেলত এবং ক্রিজে জমে গেলে বিপক্ষকে ধ্বংস করত।"" কোহালি বলতে চাইলেন, রোহিতও যেন নিজের স্বাভাবিক খেলাই খেলেন।-প্রথম টেস্টে পন্থের পরিবর্তে ঋদ্ধিমান, বাংলার উইকেটকিপারকে বিশ্বের সেরা বললেন কোহালিবেঙ্গালুরু নয়, আইপিএল ২০২০ নিলাম হবে কলকাতায়মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নামতেন সহবাগ। সেখান থেকে তাঁকে ওপেন করতে পাঠানো হয়েছিল। বাকিটা আজ ইতিহাস। রোহিতও বীরুর রাস্তাই নিচ্ছেন। নিজের টেস্ট কেরিয়ার বাঁচাতে হলে ওপেন করা ছাড়া আর উপায় নেই রোহিতের। কারণ টেস্ট ক্রিকেটে মুম্বইকরের পক্ষে মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নামা সম্ভব নয়।

ক্রিকেটার, প্রশাসকদের উদ্দেশে কড়া বার্তা ইয়ান চ্যাপেলের

মেলবোর্ন: টি ২০—র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণেই শুধু যে টেস্ট ক্রিকেট কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, তা নয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল মনে করেন, যেভাবে বিশ্ব জুড়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে, তাতে সব ক্রিকেট বোর্ডের উচিত আন্তরিকভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখা। চ্যাপেল বলেছেন, 'আবহাওয়ার পরিবর্তনটা সত্যি চিন্তার বিষয়। যারা সবে শুরু করছে, তারা অত্যধিক গরমে খেলতে গিয়ে বিপদে পড়ে যেতে পারে। এরপর যোগ করতে হবে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ শুরু হতে দেরি হওয়া এবং অবশ্যই প্রখর তাপের কারণে ক্রিকেটারদের শরীর পুড়ে যাওয়ার ঘটনা।' ইয়ান চ্যাপেল নিজে চামড়ার ক্যান্সারে ভুগছেন। এটার কারণও অতিরিক্ত সূর্যালোকে থাকা, 'তাপমাত্রা যদি ক্রমশ বাড়তে থাকে, তাহলে ক্রিকেটারদের হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচানোর জন্য রাস্তা বের করতে হবে। স্কিন ক্যান্সার তো আছেই। সব দেশের ক্রিকেট বোর্ডকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ কারণেই দিবারাত্রির টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করার দিকে বেশি করে ঝুঁকতে হবে।'ইয়ান চ্যাপেল মনে করেন, 'যেভাবে সমুদ্রস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার কারণে ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ও সাইক্লোন। কম বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতি হচ্ছে বহু শহরের। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন।

ওখানে তো জল পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে।এভাবেই কিন্তু আবহাওয়া ক্রিকেটার ও প্রশাসকদের উদ্দেশে সতর্ক হওয়ার বার্তা পাঠাচ্ছে। অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে টি ২০—র বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের কারণে টেস্ট ক্রিকেটের ওপর প্রভাব পড়ছে। ক্রিকেটারদের মানসিক গঠন পাল্টে খেলতে হচ্ছে টেস্ট ম্যাচ উপযোগী ক্রিকেট।' তিনি মনে করেন, 'এখনকার ব্যাটসম্যানদের স্লোগান হল, আমার উইকেট পাওয়ার আগে আমি বোলারকে মেরে ছত্রখান করে দেব। এর ফলে ব্যাটিং বিনোদনের ব্যাপারটা বেড়েছে, ড্রয়ের সংখ্যা কম হচ্ছে। এগুলো তো ভাল ব্যাপার। কিন্তু লম্বা সময়ের ব্যাটিংয়ে যে শিল্পের ছোঁয়া দেখা যেত, তা উপেক্ষিত থাকছে। তার জায়গায় আসছে শক্তি। এর ফলে টেস্ট ক্রিকেটের ম্যাজিক অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। এ জন্য আমি কোচদের বলব, ব্যাটিংয়ের যে শিল্প, সেটা যেন তারা নষ্ট হতে না দেয়। আমি চাই, আধুনিক ব্যাটসম্যানরা সব দিক থেকে আরও দক্ষ হয়ে উঠুক। প্রয়োজনে শক্তির প্রয়োগ তো ঘটছেই। এটা ঠিকঠাক করতে পারলে টেস্ট ম্যাচ ব্যাটিং দেখার আগ্রহ বাড়বে। কিন্তু টেস্ট ম্যাচে ব্যাটিং মানেই যদি হয়, শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে শুধুই বাউন্ডারির বাইরে বল ছিটকে দেওয়া, তাহলে টেস্ট ক্রিকেটে মুখ থুবড়ে পড়বে।'

বিরাট ভক্তের কীর্তি দেখে আপ্লুত ভারত অধিনায়ক

দেবাশিস সেন, ভাইজ্যাগ: কখনও দেশের জার্সি গায়ে দলকে অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন, তো কখনও রেকর্ড গড়ে চমকে দিয়েছেন ক্রিকেট বিশ্বকে। এত কম বয়সেও শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গে তুলনা টানা হয় তাঁর। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন কথা হচ্ছে বিরাট কোহলির। এহেন ব্যাটসম্যানের ভক্তের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কিন্তু ওড়িশার এই ভক্ত বাকি সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। সারা শরীর মুড়ে ফেলেছেন প্রিয় ক্রিকেটাররের ট্যাটু দিয়ে। ''জাবড়া ফ্যানে''র কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক ভারত অধিনায়ক। ভক্তের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।হাতে যেন চাঁদ পেলেন ওড়িশার মাসিয়াখালি গ্রামের পিন্টু বেহরা। কোহলির সঙ্গে সাক্ষাতের দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হল তাঁর। বাইশ গজে বিরাট নামলেই টিভির সামনে বসে পড়েন পিন্টু। ভারত অধিনায়কের ব্যাটিং স্টাইল, নেতৃত্ব, সবই দারুণ মন কাড়ে তাঁর। আর তিনি যে কোহলির কী বিরাট ফ্যান, তার প্রমাণ পিন্টুর শরীর। সেই ২০১৬ সাল থেকে একের পর এক কোহলির ট্যাটু গায়ে আঁকাচ্ছেন তিনি। সেসব ট্যাটুর মধ্যে যেমন ডান হাতে কোহলিকে ব্যাট করতে দেখা যাচ্ছে, তেমন পিঠে বিরাট করে লেখা কোহলির জার্সি নম্বর ১৮। এখানেই শেষ হয়, কবে কোহলি অর্জুন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, কবে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন, সেসবই শরীরে খোদাই করে রেখেছেন এই ''বিরাট'' ফ্যান। ট্যাটুর মধ্যে দিয়ে আবার সম্মান জানিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীনকেও।বুধবার এখানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া।

সূর্য কুমারকে ভারতের জার্সিতে দেখতে চান হরভজন

সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেটে সীমিত ওভারের খেলায় দুরন্ত ইনিংস খেলার মধ্যে দিয়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন সূর্য কুমার যাদব। সম্প্রতি তার হয়ে সুর তুললেন হরভজন সিং। তার বক্তব্য , এমন ধারাবাহিক ছন্দ বজায় রাখা এমন ক্রিকেটার এখনো কি করে সুযোগ পাননা জাতীয় দলে। মুম্বাইয়ের সূর্যকুমার যাদব বর্তমানে ব্যাস্ত বিজয় হাজারে ট্রফিতে প্রতিনিধিত্ব করতে।গতবারের চ্যাম্পিয়ান মুম্বাই সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের বিপক্ষে হারের মুখোমুখি হয়েছিল একটি হাই - স্কোরিং ম্যাচে।সেদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করে মুম্বাই তোলে ৫০ ওভার শেষে ৩১৭/৫।দারুণ খেলেন আদিত্য তারে (৯০), যশাবি যশোয়াল (৪৪) এবং শ্রেয়স আইয়ার (৫০), যদিও পরবর্তী সময়ে জ্বলে ওঠেন সূর্যকুমার যাদব ম্যাচের ৪২ তম ওভারে খেলতে নামেন যাদব।খেলেন ৩১ বলে ৮১ রানের ঝোড়ো ইনিংস।ইনিংসে আছে আটটা চার এবং ছয়টি ছয় ।স্ট্রাইক রেট ২৬১.২৯।এমন ইনিংসের পর যাদবের হয়ে সুর তোলেন হরভজন।তার বক্তব্য , এমন খেলা বজায় রাখতে পারলে যাদবের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।এবিষয়ে ভাজ্জি টুইটে লেখেন, ' কেনো জানিনা ও (যাদব) সুযোগ পাচ্ছে না ঘরোয়া ক্রিকেটে এতপরিমানে রান করে ,তবে পরিশ্রম করে যাও তবে পরিশ্রম করে যাও তোমার সময় আসবেই'।

চোট গুরুত্বর ! তাই চিকিতসার জন্য লন্ডন পাঠানো হচ্ছে বুমরাহকে

ক্যারিবিয়ান সফরে বল করার সময় চোট লাগে ভারতের প্রধান বোলিং অস্ত্র যশস্প্রীত বুমরাহের। সেই সময় এই চোট ছোটো মনে হলেও পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় বুমরাহের এই চোট গুরুতর। আর তাই এবার বুমরাহ লন্ডন উড়ে যাচ্ছেন ''সে ফ্র্যাকচার'' এর চোট সারানোর জন্য। সোমবার সংবাদ সংস্থা পিটিআই কে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা।বোর্ডের সেই কর্তা জানান বুমরাহের চোট গুরুত্বর তাই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বুমরাহের চোট সরানোর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে চলেছে। তাই বুমরাহের সুচিকিতসার জন্য তাকে পাঠানো হচ্ছে লন্ডনে। ইতিমধ্যেই বোর্ডের তরফে তিনজন স্পেশাল ডাক্তার ঠিক করে দেওয়া হয়েছে বুমরাহের জন্য, যাদের কাছে চিকিতসা করিয়ে সঠিক চোট নির্ণয় করবেন। বুমরাহের সাথে লন্ডনে যাচ্ছেন বিসিসিআই এর প্রধান ফিজিওথেরাপিস্ট আশিষ কৌশিক।বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, অক্টোবর মাসের আগামী ছয় অথবা সাত তারিখ চিকিতসার জন্য লন্ডন যাবেন বুমরাহ। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য বুমরাহকে থাকতে হতে পারে প্রায় এক সপ্তাহ। বিভিন্ন পরীক্ষা করার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন ডাক্তাররা। জানা গিয়েছে প্রায় দুমাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে বুমরাহকে।এই মুহূর্তে চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে খেলতে পারছেন না বুমরাহ। এরপরেই ভারতের রয়েছে বাংলাদেশের সাথে সিরিজ। জানা গিয়েছে সেই সিরিজেও পাওয়া যাবে না বুমরাহ কে। আর তাই বুমরাহের পরিবর্তে ভারতীয় টেষ্ট দলে সুযোগ পেয়েছেন পেসার উমেশ যাদব।উল্লেখ্য, মাত্র কয়েক দিনের টেষ্ট কেরিয়ারে ইতিমধ্যেই সকলের নজর কেড়েছেন বুমরাহ। ভারতীয় দলের হয়ে মাত্র ১২ টি টেষ্ট ম্যাচ খেলে বুমরাহ সংগ্রহ করেছে ৬২ টি উইকেট। সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে টেষ্টে হেটট্রিক নিয়ে বিশেষ নজির গড়েছেন এই ডান হাতি পেসার।

সোনা জয়েও বাজল না জাতীয় সঙ্গীত

দোহা: পদক জয়ের পর স্টেডিয়াম জুড়ে ভিকট্রি ল্যাপ দিচ্ছেন তিন অ্যাথলিট। সেখানে দু'জনের গায়ে জাতীয় পতাকা থাকলেও সোনা জয়ীর হাতে সেসব কিছুই নেই। এমনকী ভিকট্রি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সোনার পদক গলায় তোলার সময়ও বাজল না তাঁর দেশের জাতীয় সঙ্গীত।বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের মঞ্চে এমনটাই ঘটল রাশিয়ান পোল ভল্টার অ্যাঞ্জেলিকা সিদোরোভার সঙ্গে। ইয়েলিনা ইসিনবায়েভার পর যাঁকে রাশিয়ার সেরা পোল ভল্টার বলা হচ্ছে। ডোপ বিতর্কে রাশিয়ার ওপর নির্বাসনের শাস্তি থাকায় দেশের অন্য অ্যাথলিটদের মতো সিদোরোভা নেমেছিলেন নিরপেক্ষ অ্যাথলিট হিসেবে। সেজন্যই দেশের কোনও প্রতীক তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে পরে সিদোরোভাও বলে গেলেন, 'অবশ্যই পুরো বিষয়টার সঙ্গে আমি মোটেও স্বচ্ছন্দ নই। তবে আমি খুশি। কারণ দিনের শেষে সোনা সোনা—ই হয়। সত্যি বলতে এতটা ভাবিনি।' ইসিনবায়েভার সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এটা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। আসলে এই প্রসঙ্গে আলোচনায় আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাই।'

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/EE/PWD(R&B)/STB/2019-20 dated: 19-09-2019
The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/NIES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09-10-2019 for the following work:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
1	Improvement of road from TNV Colony (Aloy Cherra Market, NH44) to B.B road via Khas Tilla & NBCC Road (L0-94) (L-7.80 k.m)/SH:- Widening of road by brick soling. metalling, carpeting, side shouldering, retaining wall, toe wall, construction of 1 (one) no of box-cell culvert & 3-bos slab culvert and road side drain. Job No. TP/COM/129/2016-17/Balance **work).** **DNIT No. 07/CE/PWD(R&B)/ACE(P)/RDQP/2018-19**	Rs. 4,20,48,085/	Rs. 4,20,481/	18(eighteen) Months	Upto 15.00 Hrs on 09/10/2019	At 16.00 Hrs on 15/10/2019	http://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C-1222/19
(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer
Santirbazar Division, PWD (R&B)
Santribazar, South Tripura.

NO.F.7(41)-RIPSAT/PS/98-99/Vol-I/2019
Dated, Agartala the 27/9/2019
AUCTION NOTICE
The Tender in sealed quotations are invited from the interested bidders residing in Tripura for the disposal of one Govt. vehicle of Maruti Van, Omni (Petrol) on the terms and conditions as specified by the Institute. The interested bidders may submit the tender after inspection to the office of the undersigned on
or before **16th October,2019.** The Tender will be opened on 18.10.2019 at 3.30PM. The vehicle is available in RIPSAT Garage for inspection between 3.30PM to **4.30PM from 03.10.19 to 15.10.2019** (working days). The details terms and conditions of the tender may be seen in the Notice Board of the Institute. The application as **ANNEXURE-V** is available in this institute during working days in between 10.30AM to 4.301)M.
ICA/C-1210/19
Principal
RIPSAT, Agartala.

দুর্গাপূজায় প্রয়োজনীয় ভেহিকেল পাস সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
দুর্গাপূজায় প্রয়োজনীয় ভেহিকেল পাস পাওয়ার জন্য যে সকল ব্যক্তিগণ আবেদন করেছেন তাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে অনিবার্য কারণবশত বাছাইয়ের পর বিবেচিত ভেহিকেল পাস ১লা অক্টোবর ২০১৯ ইং তারিখের পরিবর্তে ৩রা অক্টোবর ২০১৯ইং এবং ৪ঠা অক্টোবর ২০১৯ইং তারিখে সরকারী অফিস চলাকালীন সময়ে এডি নগরস্থিত ট্রাফিক ভবন হইতে বিতরণ করাই হইবে।
ICA/D-1055/2019-20
'বহুজন হিতায়'
সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ট্রাফিক)
ত্রিপুরা : আগরতলা।

GOVERNMENT OF TRIPURA
SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT
PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 18, 19,20,21 and 22,23 /EE/ENGG.CELL/DSE/ 2019-20 Dt...25/09/2019
The Engineering Cell, Secondary Education Department, Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on for the following work:-

Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time for Completion	And time for document down-loading and bedding.	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
Nameofwork : Construction of new school Appropriate Class building for Science Lab and Additional class rooms of Jalefa H.S School, South Tripura. DNIeTNo:23/SE/ENGG-CELL/DSE/2019-20	Rs. 71,14,017.00	Rs. 1,42,280.00	12(Twelve) months	Upto 15.00 Hrs on 18/10/2019	At 19/10/19 Hrs on 15.00 Hrs	http://tripuratenders .gov.in	Appropriate Class
Name of work : Construction of new school building for Science Lab and Additional class rooms of Tilthai H.S. School, North Tripura. DNIeTNo:24/SE/ENGG-CELL/DSE/2019-20	Rs. 69,75,120.00	Rs. 1,39,502.00	12(Twelve) months	Upto 15.00 Hrs on 18/10/2019	At 19/10/19 Hrs on 15.00 Hrs	http:// tripuratenders .gov.in	Appropriate Class
Name of work: Repair/renovation of Quarte at SCERT Complex for Guest House Agartala, West Tripura DNIeTNo:25/SE/ENGG-CELL/DSE/2019-20	Rs. 5,65,635.00	Rs. 11,313.00	2(Two) months	Upto 15.00 Hrs on 18/10/2019	At 19/10/19 Hrs on 15.00 Hrs	http:// tripuratenders .gov.in	Appropriate Class
Repair/renovation of of existing 64 nos ofJB/ SB/High/HS schools under unakoti District. DNIeT No:26/SE/ENGG-CELL/DSE/2019-20	Rs. 1,26,94,921.00	Rs. 2,53,898.00	2(Two) months	Upto 15.00 Hrs on 18/10/2019	At 19/10/19 Hrs on 15.00 Hrs	http:// tripuratenders .gov.in	Appropriate Class
Repair/renovation of 37nos of existing 37 nos of JB/SB/High/HS schools of Chandipur, Gournagar,& Kumarghat under unakoti District. DNIeT No:27/SE/ENGG-CELL/DSE/2019-20	Rs. 73,41,336.00	Rs. 1,46,827.00	2(Two) months	Upto 15.00 Hrs on 18/10/2019	At 19/10/19 Hrs on 15.00 Hrs	http:// tripuratenders .gov.in	Appropriate Class
Repair/renovation of 37nos of existing 37 nos of JB/SB/High/HS schools of Gournagar, Chandipur, Gobindabpur and Kailashahar MC Area under Unakoti District, DNIeT No:28/SE/ENGG-CELL/DSE/2019-20	Rs. 71,69,745.00	Rs. 1,43,395.00	2(Two) months	Upto 15.00 Hrs on 18/10/2019	At 19/10/19 Hrs on 15.00 Hrs	http:// tripuratenders .gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time **Submission of bids physically is not permitted**
ICA/C-1216/19
Executive Engineer
Engineering Cell, Directorate of Secondary Education.
Agartala, West Tripura.

জাগরণ 2 October, 2019, Wednesday আগরতলা, ২ অক্টোবর, ২০১৯ ইং, ■ ১৪ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ডেয়ারী উন্নয়ন মেলা-২০১৯ এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ডেয়ারী শিল্পের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। দুগ্ধ এবং দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে ত্রিপুরাকে স্বয়ংসম্পর্ণ করে তুলতে হবে। শুধুমাত্র দুগ্ধ এবং দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্যের আমদানিতে রাজ্যের প্রায় ১১০০ কোটি টাকা বহির্রাজ্যে চলে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে ছোট ছোট শিল্পের মাধ্যমে এই অর্থ ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি ডেয়ারী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলিকেও এ বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা নিতে হবে। আজ আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ডেয়ারী উন্নয়ন মেলা-২০১৯ এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে এন ই সি প্রকল্পে উন্নত প্রজাতির সংকর জাতীয় গাভী ৫০ জন নির্বাচিত সুবিধাভোগীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করা হয়। ৩৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গো-প্রজনন কর্মীদের মধ্যে ক'ত্রিম প্রজননের সর'াম এবং বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ডেয়ারী এন্ট্রাপ্রেনারশীপ ডেভলপমেন্ট প্রকল্পে ঋণ পাওয়ার আবেদনপত্র গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সুবিধাভোগীদের হাতে এই সুবিধাদি তুলেদেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর গাভী দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার জন্য প্রচুর সমালোচনার সম্মখীণ হতে হয়। কিন্তু আজ প্রমাণিত হয়েছে যে সেই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন কাজই ছোট কিংবা বড় নয়। যে যেই স্থান থেকে কাজ করছেন সেই কাজটাই মুখ্য বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, গাভী ক্রয় করার পাশাপশি তার সঠিক পরিচর্যা করতে হবে। তবেই সুবিধাভোগীরা দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮-১৯ সালে ত্রিপুরায় ৯ হাজার ২৬০ মেট্রিক টন দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে দুগ্ধ উৎপাদন ছিল ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৬০ মেট্রিকটন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দুগ্ধ উৎপাদন হয়েছে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫২০ মেট্রিকটন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ৫৭ হাজার সংকর জাতীয় গাভী রয়েছে। এইগুলি রাজ্যের ২৫ টি ব্লক, আগরতলা পুর নিগম এবং উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকায় রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই ২৭টি ব্লক ও পুর নিগমকে ক্লাস্টার চিহ্নিত করে ব্যাংক ঋণ প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে উপস্থিত ব্যাংক কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তবেই ডেয়ারী শিল্পে সফলতা আসবে। রাজ্যে ডেয়ারী শিল্পের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র তুলে ধরে জানান, ত্রিপুরা ভেটেরিনারী কলেজকে ভেটেরিনারী কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া স্থায়ী স্বীক'তি দিয়েছে। যা বহু দিন উপেক্ষিত ছিল। ত্রিপুরা ভেটেরিনারী কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রতিমাসে ইন্টার্নশিপ এলাউন্স ১৩০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মেলাঘরের রুদ্রসাগরে চলতি বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭৩৪ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ১৪ হাজার ৬৮০টি হাঁস বন্টন করা হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে তার পর্যবেক্ষণ নিয়মিত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই ত্রিপুরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শক্তিশালী এবং মডেল রাজ্য হিসাবে পরিণত হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের সার্বিক কল্যাণে বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার প্রতিফলন রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে রাজস্ব আয় বেড়ে ২৬ শতাংশে গিয়ে দাড়িয়েছে, যা বিগত সরকারের সময়ে ছিল ৯.৮ শতাংশ। বর্তমান ব্যাংকের সি ডি রেশিও বেড়ে ৫৬ শতাংশ হয়েছে যা বিগত সরকারের সময়ে ছিল ৪৯ শতাংশ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বাজারে যখন মন্দা চলছে তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেত'ত্বাধীন সরকার কর্পোরেট কর হাস করার মত পদক্ষেপ নিয়েছে। এতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বাড়বে। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে ৭ থেকে ৮ লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাজারে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে রাজ্যবাসীকে আসন্ন দুর্গাউৎসবের আগাম শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, বর্তমানে বিপ্লব কুমার দেবের নেত'ত্বাধীন

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গরু বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

শচীন দেববর্মণ লোক সংগীতের ধারাকে যে জায়গায় নিয়ে গেছেন তার জন্য আমরা গর্বিত : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আজ আগরতলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। সন্ধ্যায় ২ নং হলে শচীন দেববর্মণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বর্ণাঢ্য সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা কুমার শচীন দেববর্মণের প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মা শচীন কর্তার কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই মহান ব্যক্তির জীবনী সম্পর্কে আরও বেশি করে সেমিনার, অনুষ্ঠান এবং তাঁর গান নিয়ে গবেষণা করা উচিত। কুমার শচীন দেববর্মণ লোক সংগীতের ধারাকে যে জায়গায় নিয়ে গেছেন তার জন্য আমরা গর্বিত। জন্মদিনে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর তাঁর চর্চায় যে উদ্যোগ নিয়েছে তার জন্য তিনি সাধুবাদ জানান। আগামীদিনে আরও ব'হৎ আকারে এই ধরনের অনুষ্ঠান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, শচীন দেববর্মণ কুমিল্লা বা অন্যত্র থাকলেও তিনি ত্রিপুরাকে ভুলেননি। ত্রিপুরার মানুষ পেলেই তিনি ত্রিপুরা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতেন। এই প্রসঙ্গে তার নিজের অভি'তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো নিবিড়। তিনি বলেন, যে মানুষ বড় হলেও নিজের শিখরের কথা মনে রাখেন তিনিই আরও বড় হতে পারেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিবেগ-এর সম্পাদক ড. সৌরিশ দেববর্মা শচীন কর্তার সংগীত জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্য সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি সুভাষ দেব শচীন দেববর্মণকে অনুসরণ করে আরও বেশি সংস্ক'তি চর্চা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তবেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা 'পন করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, রাজ্যের সাংস্ক'তিক কর্মকাণ্ডের বিকাশই তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক তপন কুমার দাসও উপস্থিত ছিলেন। অতিথিগণ কুমার শচীন দেববর্মণের প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন দপ্তরের শিল্পীগণ। এই উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর আগে শচীন দেববর্মণের জীবনের উপর একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

আগরতলায় বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। বিশ্ব প্রবীণ দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠান উপলক্ষে দপ্তরের পক্ষ থেকে আজ লাইফ টাইম অ্যাচিভম্যান্ট বিভাগে বড়জলাস্থিত আপনাঘর মহিলা ব'দ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা দিলীপ কুমার পাল, ব্যাভারি এণ্ড কারেজ বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত সুপারভাইজার মিলন দে (দত্ত) এবং ক্রিয়েটিভ আর্ট বিভাগে চুনিলাল দাস ও যমাধন চাকমাকে রাজ্যভিত্তিক বয়োশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করা হয়। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা ও অন্যান্য অতিথিগণ তাঁদের হাতে মারক, সম্মাননা পত্র, শাল ও দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করতে পারলে দেশের প্রবীণ সমাজ সবচেয়ে বেশি উপক'ত হবেন। বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ঘোষিত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রবীণদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রবীণরা তাদের কর্মজীবনে দেশ, রাজ্য ও সমাজের জন্য কাজ করে গেছেন। নবীনদের মনে রাখা উচিত যে তাদের কল্যাণেই আজ তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছেন। সমাজ ও পরিবারে প্রবীণদের প্রাপ্য অধিকার স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন রয়েছে। কিন্তু আইন থাকলেই চলে না। এরজন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার ১৪ বাধারঘাট আসনে জয়ী মিমি মজুমদার বিধায়ীকা পদে শপথ বাক্য পাঠ করেন। ছবি- নিজস্ব।

রাজীব কুমার মামলায় হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে সিবিআই

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স): রাজীব কুমার মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে সিবিআই। মঙ্গলবার হাইকোর্টে সারদা কাণ্ডে আগাম জামিন পেয়ে যান কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার । মঙ্গলবার তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করে হাইকোর্টের বিচারপতি শহিদুল্লা মুন্সি ও বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ । তাই, এই রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।

জানা গেছে, প্রথমে এদিনের রায়ের কপি দিল্লিতে পাঠানো হবে । লিগাল সেলের সঙ্গে কথা বলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করবেন সিবিআইয়ের আইনজীবীরা । মঙ্গলবারই হাইকোর্টে ছিল পুজোর ছুটির আগে শেষ কর্মদিবস। হাইকোর্ট অক্টোবরের শেষ দিনে খুলবে। আবার সুপ্রিম কোর্ট ৪ অক্টোবর বন্ধ হয়ে ১৪ অক্টোবর খুলবে। ফলে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করতে হবে আগামী তিনদিনের মধ্যে। না হলে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সিবিআইকে।

সূত্রের খবর, সিবিআই আধিকারিকরা, আইনি পরামর্শ নিয়ে রাজীব কুমারকে গ্রেফতারের তোড়জোড় করছেন। কারণ সারদা রিয়ালিটি মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন মঞ্জুর হলেও রোজভ্যালি কাণ্ডে রাজীব কুমারের নামে মামলা রয়েছে। সারদা এবং রোজভ্যালি মামলার পৃথকভাবে তাঁকে নোটিশ দিতে পারে সিবিআই।

মঙ্গলবার হাই কোর্টের বিচারপতি শহিদুল্লা মুন্সি ও বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ রাজীব কুমারের আগাম জামিন মঞ্জুর করে ৫০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন দেয় । তবে, এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদনের রাস্তা খোলা রয়েছে সিবিআইয়ের কাছে। এদিন রায় ঘোষণার সময়, জানিয়ে দেওয়া হয় রাজীব কুমারকে যদি গ্রেফতার করা হয়, তা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জামিন পেয়ে যাবেন। আগাম জামিন মঞ্জুর করা হলেও, কলকাতা ছেড়ে রাজীব কুমার যেতে পারবেন না বলেও

ছয়ের পাতায় দেখুন

বন্যা-দুর্গদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য : সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

পাটনা, ১ অক্টোবর (হি.স.): প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় বিপর্যস্ত বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিহারে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যায় প্রাণহানি ও বন্যা-দুর্গতদের জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। বন্যা-দুর্গতদের মাঝে গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী এবং খাবারের প্যাকেট তুলে দিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। একইসঙ্গে প্রবীণ বিজেপি নেতা জানালেন, বন্যা-দুর্গদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্যউ

মঙ্গলবার পাটনার বিন্দ দোলায় বন্যা-দুর্গতদের মাঝে গিয়ে ত্রাণসামগ্রী এবং খাবারের প্যাকেট তুলে দেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। এর আগে সোমবার রাজেন্দ্রনগর, কঙ্করবাদে বন্যার জলে আটকে থাকা দুর্গতদের মাঝে গিয়ে মোমবাতি, দেশলাই, পানীয় জল, খাবারের সামগ্রী তুলে দেন তিনি। পাটনার কুর্জি মোড়ের কাছে বিন্দ দোলা এলাকা পুরোপুরি জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গৃহহীন, অসহায় মানুষদের মাঝে গিয়ে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা পাউরুটি, বিস্কুট, পানীয় জল, মোমবাতি, দেশলাই বিতরণ করে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছেনউ এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বন্যা-দুর্গদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এসআইএস-এর বহুকর্মীদেরও ত্রাণ বিতরণের কাজে লাগানো হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ত্রাণ সামগ্রী বন্টন চালিয়ে যাওয়া হবে।

বন্যা-দুর্গতদের জন্য সব সময় তৎপর রয়েছেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। এর আগেও উনি ত্রাণ সামগ্রী বিহারের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। এদিন তাঁর সঙ্গে ত্রাণকার্যে ছিলেন সঞ্জয় রায়, রণবীর, এসআইএসের এ কে পাঠক, রাজীব রঞ্জন প্রমুখ।

বন্যাদুর্গত কেরলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে রাহুল-বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ১ অক্টোবর (হি. স.) : কেরলে সাম্প্রতিক বন্যা এবং বন্যাদুর্গত পরিস্থিতি দ্রুত সমাধানের বিষয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এদিনের বৈঠকে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন দলের সাধারণ সচিব কে সি বেণুগোপাল এবং ওয়ানাড লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সুলতান বাথেরির কংগ্রেস বিধায়ক আই সি বালাকৃষ্ণণ।

এদিনের বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল কেরলে সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন এলডিএফ সরকারের উদ্যোগে বন্যা ত্রাণ-পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার এবং বন্যা প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানান তাঁরা। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, 'আমি বিশদে খোঁজ নিতে যাচ্ছি না, তবে মূলত আমরা বন্যার পরিস্থিতি এবং দ্রুত ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় সড়ক ৭৬-এ রাতে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এবং এর সেখানকার জনগণ যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা উল্লেখ করেছি।'

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি এদিন জানান, 'রাজ্য সরকারকে বোঝাতে চাই যে এটি একটি গুরুতর পরিস্থিতি, যার জরুরি সমাধান করা দরকার।'

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে গান্ধী বলেন, 'তিনি বলেছেন, তাঁরা কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছেন এবং তাঁরা চেষ্টা করছেন।

তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছেন। কেরল ও ওয়ানাডের জনগণ প্রচুর সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। এবং আমি মনে করি এই সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।'

মধ্যপ্রদেশে লাইনে আটকে যাওয়া ট্রাকের পেছনে ট্রেনের ধাক্কা, আহত ছয়

গোয়ালিয়র, ১ অক্টোবর (হি.স.) : রেল লাইনে আটকে যাওয়া ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা ট্রেনের। আহত ছয় ট্রেনযাত্রী। মঙ্গলবার দুপুরে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্ত করানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিয়েছে ট্রাক চালক। রেলের গণসংযোগ আধিকারিক মনোজ সিং জানিয়েছেন, এদিন দুপুর ১২টা ৪০মিনিট নাগাদ ২২১৮৭ জব্বলপুর-নিজামউদ্দিন ট্রেন গোয়ালিয়রের দিকে যাচ্ছিল। রাইরু স্টেশনে ঢোকার ১৪ কিলোমিটার আগে রেললাইনে আটকে যাওয়া ট্রাককে সজোড়ে ধাক্কা মারে ট্রেনটি। যদিও তার আগেই ট্রাক ছেড়ে চম্পট দেয় চালক। ট্রেনচালক গতি কমিয়ে দিয়ে ধাক্কা এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ট্রাকটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। এই সংঘর্ষের জেরে ছয়জন ট্রেনযাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই দুর্ঘটনার জেরে ওই রুটে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। ট্রাকচালককে ধরার জন্য তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে রাস্তা ও রেল লাইনটি সমান্তরাল ভাবে গিয়েছে। বাক নেওয়ার সময় রেললাইনের উপর উঠে যায় ট্রাকটি। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।